ভারতবর্ষীয়

# দলীলরেজিষ্টরীকরণবিষয়ক

## ১৮৭৭ সালের ৩ আইন।

১৮৬৯ সালের ২০ আইন, ১৮৭১ সালের ৮ আইন, ১৮৭৯ সালের
১২ আইন, ১৮৮৬ সালের ৭ আইন, ১৮৮৩ সালের ১৯ আইন, ১৮৮২
সালের ১৪ আইন, ১৮৮৮ সালের ৭ আইন, ১৮৮৯ সালের
১৩ আইন, ১৮৯১ সালের ১২ আইন
দ্বারা সংশোধিত।

৬৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট—গরীব পুস্তকালয় হইতে
প্রকাশিত।

কলিকাতা
৬৬ নং বীডন ষ্ট্রীট, স্কুলবুক প্রেসে
শ্রীবেণীমাধব চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

১৮৯৪

মূল্য ।০ চারি আনা।

# সূচীপত্র।

হেতুবাদ ও পরিভাষা।

## প্রথম ভাগ।



## দ্বিতীয় ভাগ।

রেজিষ্টরী কর্ম্মকারকদের বিধি।



## তৃতীয় ভাগ।

রেজিষ্টরী করণোপযুক্ত দলীলের বিধি।



## চতুর্থ ভাগ।

দলীল আনিবার সময়ের কথা।

## পঞ্চম ভাগ।

### রেজিষ্টরী করিবার স্থানের বিধি।



## ষষ্ঠ ভাগ।

### রেজিষ্টারী করণার্থে দলীল আনিবার বিধি।



## সপ্তম ভাগ।

### দলীল-সম্পাদকদিগকে ও সাক্ষীদিগকে বলপূর্ব্বক উপস্থিত করাইবার বিধি।



## অষ্টম ভাগ।

### উইল ও পোষ্যপুত্র গ্রহণের অনুমতিপত্র উপস্থিত করিবার বিধি।



## নবম ভাগ।

### উইল গচ্ছিত করিবার বিধি।



## দশম ভাগ।

### রেজিষ্টারী করিবার ও না করিবার ফলের বিধি।

## দ্বাদশ ভাগ।

### রেজিষ্ট্রী করিবার অস্বীকারের বিধি।



## ত্রয়োদশ ভাগ।

### রেজিষ্টরী ও অনুসন্ধান ও প্রতিলিপি করিবার ফির বিধি।



## চতুর্দ্দশ ভাগ।

### দণ্ডের বিধি।



## পঞ্চদশ ভাগ।

### বিবিধ বিধি।



### এই আইনের বিধানের বহির্ভূত দলীলের বিধি।

# রেজিষ্টরীকরণবিষয়ক আইন।

রেজিষ্টরীকরণ বিষয়ক আইন প্রচলিত হইবার তারিখ হইতে অদ্যাবধি উক্ত আইনের যেরূপ সংশোধন, পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন হইয়াছে, তন্মধ্যে যেগুলি যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হয় নাই, তাহা নিম্নে ধারানুসারে প্রকাশ করা যাইতেছে।

১ ধারা। এই ধারার তৃতীয় বা শেষ অনুচ্ছেদটী ১৮৯১ সালের ১২ আইন দ্বারা সংযোজিত হইল। যথা ;—

"স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা"।

"স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বে সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারেলের অনুমতি লইয়া যে আদেশের দ্বারা জেলাসমূহে ও গ্রামসমূহে চলিবে না এই বিধান করিয়াছেন, তাহা রদ করিতে পারেন"।

৯ ধারা। এই ধারার ২য় অনুচ্ছেদ রদ হইয়া গিয়াছে।

৮৪ ধারা। এই ধারার ৩য় অনুচ্ছেদ ১৮৯১ সালের ১২ আইন দ্বারা রদ হইল।

৮৯ ধারা। ১৮৯১ সালের ১২ আইনের দ্বারা এই ধারার নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটী সংযোজিত হইয়াছে। যথা ;—

"প্রত্যেক রেভিনিউ কার্য্যকারক নীলামে বিক্রীত অস্থাবর সম্পত্তির ক্রেতাকে বয়নামা দিলে সার্টিফিকেটে যে সম্পত্তি লিখিত আছে, তাহা কি তাহার কোন অংশ যে রেজিষ্টরী সম্বন্ধীয় কার্য্যকারকের এলাকার মধ্যে অবস্থিত, তাহার নিকট উক্ত বয়নামার এক নকল পাঠাইবেন এবং ঐ কার্য্যকারক ঐ নকল তাহার ১নং বহীতে ফাইল করিয়া রাখিবেন"।

মহিমবব শ্রীল শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল মহোদয় কর্ত্তৃক ১৮৭৭ সালেব ১৪ই ফেব্রুয়ারি তারিখে অনুমোদিত হইল।

( ১৮৭৯ সালের ১২ আইন, ১৮৮৬ সালের ৭ আইন এবং ১৮৮৮ সালের ৭ আইন দ্বারা সংশোধিত। )

# ইং ১৮৭৭ সালের ৩ আইন।

## রেজিষ্টরীকরণবিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৭৭ সালের আইন।

দলীল রেজিষ্টরীকবণবিষয়ক আইন।

হেতুবাদ।

দলীল রেজিষ্টরী কবণবিষবক আইন সংশোধন কবা বিহিত, এই হেতুক নিম্নলিখিত বিধান করা গেল।

## প্রথম ভাগ।

পরিভাষা।

সংক্ষেপ নামেব কথা।

১ ধারা। এই আইন রেজিষ্টরীকরণবিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৭৭ সালেব আইন নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

ব্যাপকতাব কথা।

স্থানবিশেষেব গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেবল সাহেবেব অনুমতিগ্রহণপূর্ব্বক এই আইনেব বিধান হইতে যে যে জিলা বা দেশখণ্ড মুক্ত কবেন, তদ্ভিন্ন, এই আইন ব্রিটিশ ভাবতবর্ষেব সমস্ত দেশে প্রচলিত হইযা,

যে অবধি প্রচলিত হইবে, তাহাব কথা।

১৮৭৭ সালেব এপ্রেল মাসেব প্রথম দিবসাবধি প্রবল করা যাইবে।

যে যে আইন রহিত হইল, তাহাব কথা।

২ ধারা। উক্ত তাবিখ অবধি ১৮৭১ সালেব ৮ আইন রহিত হইল।

পবন্ত উক্ত আইন বা সেই আইনক্রমে রহিত করা অন্য আইনমতে যে সকল নিয়োগ ও জ্ঞাপনপত্র কবা গেল ও যে সকল ডিষ্ট্রীক্ট স্থাপন করা গেল ও যে সকল কার্য্যালয় স্থাপিত হইল ও ফীব যে সকল টেবিল প্রস্তুত হইল তাহা এবং যে সকল বিধি ও আজ্ঞা কবা গেল, এই আইনেব বিধানের সহিত যৎদূব অসঙ্গত না হয, ততদূব সেই আজ্ঞা ও বিধি এই আইনমতে কবা গিয়াছে ও স্থাপন ও প্রস্তুত হইয়াছে বলিযা জ্ঞান হইবে।

১৮৭৭ সালের এপ্রেল মাসের প্রথম দিবসের পূর্ব্বে প্রচারিত কোন আইনে পূর্ব্বোক্ত আইনের কিম্বা সেই আইনক্রমে রহিত কোন বিধানের উল্লেখ হইলে, ঐ বিধানানুযায়ী যে ধারা এই আইনে হইয়াছে, উক্ত আইনে যেন সেই ধারার উল্লেখ হইল, এই জ্ঞানে তাহা পাঠ করিতে হইবে।

অর্থ করণের ধারা।

৩ ধারা। পূর্ব্বাপর কথাদ্বারা ভাবান্তর প্রকাশ না হইলে এই আইনগত,

পাট্টা।

পাট্টা শব্দে অনুলিপি ও কবুলিয়ৎ এবং চাষ কি দখল করিবার প্রতিজ্ঞা পত্র ও পাট্টা দিবার সম্মতিপত্র গণ্য।

স্বাক্ষর ও স্বাক্ষরিত।

কোন লিপিতে যে ঢেরা সহি থাকে, স্বাক্ষর ও স্বাক্ষরিত শব্দে তাহাও গণ্য ও ঐ দুই শব্দ তৎপ্রতিও খাটে।

স্থাবর সম্পত্তি।

স্থাবর সম্পত্তি শব্দে ভূমি ঘর পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগাবৃত্তি, বর্ত্ম স্বত্ব আলোক স্বত্ব খেয়ার স্বত্ব, মৎস্য ধরিবার স্বত্ব ও ভূমি হইতে উৎপন্ন অন্য কোন লাভ এবং ভূমিতে সংযুক্ত দ্রব্য ও ভূমিতে সংযুক্ত কোন দ্রব্যে চিরবদ্ধ দ্রব্যও গণ্য, কিন্তু বাহাদুরী কাষ্ঠের বৃক্ষ ও ক্ষেত্রস্থ ফসল ও ঘাস গণ্য নয়।

অস্থাবর সম্পত্তি।

অস্থাবর সম্পত্তি শব্দে বাহাদুরীকাষ্ঠের বৃক্ষ ও ক্ষেত্রস্থ ফসল ও ঘাস ও বৃক্ষস্থ ফল ও রস এবং স্থাবর সম্পত্তি ভিন্ন অন্য সকল প্রকারের সম্পত্তি গণ্য।

বহী।

বহী শব্দে বহীর কোন অংশ গণ্য এবং বহী কিম্বা বহীর একাংশ করিবার অভিপ্রায়ে যত তা কাগজ একত্রে বদ্ধ হয়, তাহাও গণ্য।

পৃষ্ঠলিপি ও পৃষ্ঠলিখিত।

কোন দলীল এই আইনমতে রেজিষ্টরী করিবার জন্য আনীত হইলে রেজিষ্টর কার্য্যকারক তাহার উপপত্রে বা আবরকপত্রে যে কথা লিখিয়া দেন পৃষ্ঠলিপি ও পৃষ্ঠলিখিত এই দুই শব্দে ঐ কথাও গণ্য ও ঐ কথার প্রতি ঐ দুই শব্দ খাটে।

অপ্রাপ্তব্যবহার।

যে ব্যক্তি যে ব্যবস্থার অধীন থাকেন, তিনি সেই ব্যবস্থামতে ব্যবহারপ্রাপ্ত না হইলে অপ্রাপ্তব্যবহার শব্দে তাঁহাকে বুঝাইবে।

স্থলাভিষিক্ত।

স্থলাভিষিক্ত শব্দে অপ্রাপ্তব্যবহারের অভিভাবক এবং ক্ষিপ্ত কি জড় ব্যক্তির কমিটী কিম্বা বৈধমত অন্য রক্ষক গণ্য।

উপাধি বর্ণনা।

উপাধি বর্ণনা শব্দে নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির বাসস্থান ও বৃত্তি ব্যবসায় ও শ্রেণী, ও উপাধি থাকিলে সেই উপাধি, ও এদেশীয় ব্যক্তি হইলে তাঁহার যে জাতি হয়, তাহা এবং তাঁহার পিতার নাম, কিম্বা সামান্যতঃ অমুকের পুত্র বলিয়া মাতার নাম উল্লেখ করিয়া পরিচয় দেওয়া গেলে, তাহার মাতার নাম বুঝাইবে।

জিলার আদালত।

জিলার আদালত শব্দে দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ বিচার করিবার সাধারণ ক্ষমতাবিশিষ্ট হাইকোর্টও গণ্য।

ডিষ্ট্রীক্ট সবডিষ্ট্রীক্ট।

ডিষ্ট্রীক্ট ও সবডিষ্ট্রীক্ট শব্দ এই আইনের নির্দ্ধারিত প্রদেশ ও উপপ্রদেশ বুঝাইবে।

# দ্বিতীয় ভাগ।

## রেজেষ্টরী কর্ম্মকারকদের বিধি।

রেজিষ্টরী কার্য্যের ইনস্পেক্টর জেনেরলের কথা।

৪ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আপনার শাসিত দেশের নিমিত্ত রেজিষ্টরী সমস্ত কার্য্যের তত্ত্বাবধারক স্বরূপ ইনস্পেক্টর জেনরল নামে একজন কর্ম্মকারককে নিযুক্ত করিবেন।

অথবা ঐ স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সেই পদে ব্যক্তিবিশেষকে নিযুক্ত না করিয়া সময়ে সময়ে অন্য কার্য্যকারককে কিম্বা কার্য্যকারকদিগকে তৎকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া এই আইন দ্বারা সেই ইনস্পেক্টর জেনেরলের প্রতি যে সকল ক্ষমতা ও কার্য্য অর্পিত হইল, নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে তাঁহার কি তাঁহাদের সেই ক্ষমতামতে সেই কর্ম্ম করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

সিন্ধুদেশের ব্রাঞ্চ ইন্‌স্পেক্টর জেনেরলের কথা।

বোম্বাইয়ের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর সাহেব মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক সিন্ধুদেশে ব্রাঞ্চ ইন্‌স্পেক্টর জেনেরলের পদে একজন কার্য্যকারককে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। পশ্চাদ্ভাগে ইন্‌স্পেক্টর জেনেরলের প্রতি বিধি প্রণয়ন করিবার যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন তিনি এই আইনমতে ইন্‌স্পেক্টর জেনেরলের সমস্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

কোন ইনস্পেক্টর জেনেরল কিম্বা সিন্ধুদেশের ব্রাঞ্চ ইন্‌স্পেক্টর জেনেরল ঐ ঐ পদ ধারণ করিয়াও গবর্ণমেণ্টের অধীন অন্য পদ ধারণ করিতে পারিবেন।

ডিষ্ট্রীক্ট ও সবডিষ্ট্রীক্টের কথা।

৫ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এই আইনের কার্য্যপক্ষে ডিষ্ট্রীক্ট ও সবডিষ্ট্রীক্ট নিরূপণ করিবেন এবং তাহার সীমা নির্দ্দিষ্ট করিবেন ও সময়ে সময়ে সেই সীমা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

এই ধারামতে নিরূপিত ডিষ্ট্রীক্ট ও সবডিষ্ট্রীক্ট ও তৎসীমা ও ঐ সীমার পরিবর্ত্তন হইলে তাহার জ্ঞাপনপত্র স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে।

জ্ঞাপনপত্রে সীমা পরিবর্ত্তনের যে তারিখ নির্দ্দিষ্ট থাকে, সেই তারিখ অবধি ঐ সীমার পরিবর্ত্তন সফল হইবে।

রেজিষ্টারদের ও সবরেজিষ্টারদের কথা।

৬ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় কার্য্যকারকদিগকে কিম্বা উপযুক্ত জ্ঞান করিলে অন্য ব্যক্তিদিগকে পূর্ব্বোক্তমতে নিরূপিত ডিষ্ট্রীক্টের রেজিষ্টারস্বরূপ ও সবডিষ্ট্রীক্টের সবরেজিষ্টারস্বরূপ নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

রেজিষ্টরী ও সবরেজেষ্টরী আফিসের কথা।

৭ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক ডিষ্ট্রীক্টে রেজিষ্টরী আফিস নামে কার্য্যালয় স্থাপন করিবেন। ও প্রত্যেক সবডিষ্ট্রীক্টে সবরেজেষ্টরী কিম্বা জয়েণ্ট সবরেজষ্টরী আফিস নামে কার্য্যালয় স্থাপন করিবেন, এবং রেজেষ্টরী আফিসে তদধীন কোন সবরেজিষ্টারের আফিস ভুক্ত করিতে পারিবেন।

ও যে সবরেজিষ্টারের আফিস তদ্রূপে ভুক্ত হয়, তিনি যে রেজিষ্টারের অধীন হন, আপনার ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য কর্ম্মের অতিরিক্ত ঐ রেজিষ্টারের সকল বা কোন কোন ক্ষমতানুসারে তাঁহারও কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণার্থে তাঁহাকে অনুমতি দিতে পারিবেন।

পরন্তু তদ্রূপ অনুমতি হইলেও সবরেজিষ্টর এই আইনমতে যে আজ্ঞা করেন, তাহার উপর আপীল হইলে তিনি সেই আপীল শুনিতে পারিবেন না।

রেজিষ্টরী আফিসের ইন্‌স্পেক্টরদের কথা।

৮ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট, রেজিষ্টরী আফিসের ইন্‌স্পেক্টর নামে পরিদর্শকদিগকে নিযুক্ত করিয়া সময়ে সময়ে তাঁহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিরূপণ করিতে পারিবেন। উক্ত প্রত্যেক ইন্‌স্পেক্টর, ইন্‌স্পেক্টর জেনেরলের অধীন থাকিবেন।

সেনানিবেশস্থান সবডিষ্ট্রীক্ট বা ডিষ্ট্রীক্ট বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবার কথা।

৯ ধারা। যে সেনানিবেশস্থানে কাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট থাকেন, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা করিলে সেই স্থান এই আইনের কার্য্যপক্ষে ডিষ্ট্রীক্ট অথবা সবডিষ্ট্রীক্ট হইবে ও সেই মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ ডিষ্ট্রীক্টের বা বিষয়বিশেষে ঐ সবডিষ্ট্রীক্টের রেজিষ্টার বা সবরেজিষ্টার হইবেন।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেব ব্রিটিষ ভারতবর্ষের সীমার বহির্ভূত কোন সেনানিবেশস্থান এই আইনের কার্য্যপক্ষে সবডিষ্ট্রীক্ট কিম্বা ডিষ্ট্রীক্ট বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিলে সবডিষ্ট্রীক্ট হইলে সেই সেনানিবেশস্থানের ও তথাকার সব রেজিষ্ট্রারের উপলক্ষে কোন কর্ত্তৃপক্ষেরা ডিষ্ট্রীক্ট রেজিষ্টার ও ইন্‌স্পেক্টর জেনেরল হইবেন এবং ডিষ্ট্রীক্ট হইলে তথাকার রেজিষ্টারের উপলক্ষে কোন কর্ত্তৃপক্ষ ইনস্পেক্টর জেনেরল হইবেন, তিনি এই কথাও নির্দ্দেশ করিবেন।

ডিষ্ট্রীক্ট হইতে রেজিষ্টারের অনুপস্থিতির কিম্বা তাঁহার পদ শূন্য হওয়ার কথা।

১০ ধারা। রাজধানী যে ডিষ্ট্রীক্টের মধ্যে ধরা যায়, তাহার রেজিষ্টার ভিন্ন কোন রেজিষ্টার স্বীয় ডিষ্ট্রীক্টের রাজকীয় কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কার্য্যার্থে অনুপস্থিত হইলে কিম্বা তাঁহার পদ কিয়ৎকালের নিমিত্ত শূন্য থাকিলে,

ইন্‌স্পেক্টর জেনেরল সাহেব যে ব্যক্তিকে সেই পদে নিযুক্ত না করেন, কিম্বা তিনি কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত না করিলে, রেজিষ্টারের আফিস যে জিলার আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে থাকে, সেই আদালতের জজ সাহেব যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন।

তিনি ঐ রেজিষ্টারের অনুপস্থিতকালে, কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যতকাল ঐ শূন্য পদে কর্ম্মকারককে নিযুক্ত না করেন, ততকাল রেজিষ্টার হইবেন।

রাজধানী যে ডিষ্ট্রীক্‌টের মধ্যে ধরা যায়, এমত ডিষ্ট্রীক্‌টের রেজিষ্টার আপন ডিষ্ট্রীক্‌টের রাজকীয় কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কার্য্যার্থে অনুপস্থিত হইলে কিম্বা কিয়ৎকালের নিমিত্ত তাহার পদ শূন্য হইলে,

ইন্‌স্পেক্টর জেনেরল সাহেব যে ব্যক্তিকে সেই পদে নিযুক্ত করেন, তিনি ঐ রেজিষ্টারের অনুপস্থিতকালে কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যতকাল ঐ শূন্য পদে কর্ম্মকারককে নিযুক্ত না করেন, ততকাল রেজিষ্টার হইবেন।

রেজিষ্টার স্বীয় ডিষ্ট্রীক্‌টের কর্ম্মোপলক্ষে উপস্থিত না হইলে, তাহার কথা।

১১ ধারা কোন রেজিষ্টার আপন ডিষ্ট্রীক্‌টের কোন কর্ম্মোপলক্ষে কার্য্যালয়ে উপস্থিত না থাকিলে, তিনি আপনার অনুপস্থিত কালে ৬৮ ও ৭২ ধারার উল্লিখিত কর্ম্ম ভিন্ন রেজিষ্টারের সকল কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণার্থে আপন ডিষ্ট্রীক্টের কোন সব-রেজিষ্টারকে বা অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

সব রেজিষ্টার অনুপস্থিত থাকিলে কি তাঁহার পদ শূন্য হইলে তাহার কথা।

১২ ধারা। কোন সব রেজিষ্টার অনুপস্থিত হইলে কিম্বা কিয়ৎকালের নিমিত্ত তাঁহার পদ শূন্য থাকিলে, ডিষ্ট্রীক্টের রেজিষ্টার সেই পদে যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন তিনি, তাঁহার অনুপস্থিত কালে কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যতকাল ঐ শূন্য পদে কর্ম্মকারককে নিযুক্ত না করেন, ততকাল সব রেজিষ্টার হইবেন।

১০, ১১, ১২ ধারামতে যে নিয়োগ করা যায়, গবর্ণমেণ্টে তাহার রিপোর্ট করিবার কথা।

১৩ ধারা। ১০, ১১ কি ১২ ধারামতে যে নিয়োগ করা যায়, ইনস্পেক্টর জেনেরল সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট সেই নিয়োগের রিপোর্ট করিবেন। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যেমন আজ্ঞা করেন, তেমনি ঐ রিপোর্ট বিশেষ কি সাধারণ হইবে।

রেজিষ্টরী কার্য্যকারকদিগকে স্থানান্তর ও কিয়ৎকাল বা চিরকাল অবসর করণের কথা।

এই আইনের বিধানমতে যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা যায়, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কর্ম্ম হইতে স্থগিত রাখিতে কিম্বা স্থানান্তর করিতে কিম্বা অবসর করিতে ও তাঁহার স্থানে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

রেজিষ্টরী কর্ম্মকারকদের পারিশ্রমিকের ও আমলাগণের কথা।

১৪ ধারা। এই আইনমতে যে রেজিষ্টরী কার্য্যকারকেরা নিযুক্ত হন, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে তাঁহাদের যে বেতন উপযুক্ত বোধ করেন, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের অনুমোদনক্রমে তাঁহাদের সেই বেতন নিরূপণ করিতে পারিবেন, কিম্বা ফীর দ্বারা

অথবা অংশতঃ ফার দ্বারা অংশতঃ বেতন দ্বারা, তাঁহাদের পারিশ্রমিক পাইবার বিধান করিতে পারিবেন।

এই আইনমত নানা কার্য্যালয়ে যত জন আমলা থাকা উচিৎ, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে নিযুক্ত করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

রেজিষ্টরী কার্য্যকারকদের মোহরের কথা।

১৫ ধারা। সকল রেজিষ্টার ও সবরেজিষ্টার মোহর ব্যবহার করিবেন, তাহাতে ইংরাজী ভাষায় ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অন্য যে ভাষা নির্দ্দিষ্ট করেন, সেই ভাষায় এই কথা খোদা থাকিবে, অমুক স্থানের রেজিষ্টারের, (কিম্বা সব রেজিষ্টারের) মোহর।

রেজিষ্টরী বহীর কথা।

১৬ ধারা। এই আইনের কার্য্যপক্ষে যে সকল বহী আবশ্যক হয়, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রেজিষ্টরী প্রত্যেক কার্য্যকারকের কার্য্যালয়ের নিমিত্তে সেই সকল বহী দিবেন।

পাঠ।

ইনস্পেক্টর জেনেরল সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে সময়ে সময়ে যে সকল পাঠ নির্দ্দিষ্ট করেন, উক্ত প্রকারে দত্ত বহিতে সেই সকল পাঠ থাকিবে। এবং সেই সকল বহীর পৃষ্ঠাঙ্ক ক্রম হয়ে ছাপা হইবে। ও যে কর্ম্মকারকের আফিস হইতে ঐ সকল বহী বাহির হয়, প্রত্যেক বহিতে যত পৃষ্ঠা থাকে, তিনি নামপত্রে তাহার সংখ্যা লিখিবেন।

অদহনীয় বাক্সের কথা।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক রেজিষ্টারের কার্য্যালয়ে অদহনীয় এক একটা বাক্স দিবেন এবং কোন ডিষ্ট্রীক্টে যে যে দলীল রেজিষ্টরী করা যায় প্রত্যেক ডিষ্ট্রীক্টে ঐ দলীলের কাগজ পত্র নির্বিঘ্নে রক্ষা করিবার বিহিত বিধান করিবেন।

---

# তৃতীয় ভাগ।

## রেজিষ্টরী করণোপযুক্ত দলীলের বিধি।

যে যে দলীল রেজিষ্টরী করিতেই হইবে, তাহার কথা।

১৭ ধারা। ১৮৬৪ সালের ১৬ আইন কিম্বা ১৮৬৬ সালের ২০ আইন কিম্বা ১৮৭১ সালের ৮ আইন কিম্বা এই আইন যে তারিখে যে প্রদেশে প্রচলিত করা গেল, কি করা যাইবে, সেই তারিখে কি তৎপরে সেই প্রদেশের অন্তর্গত সম্পত্তিবিষয়ক নিম্নলিখিত যে যে দলীল সম্পাদন করা যায়, তাহা রেজিষ্টরী করিতেই হইবে, বিশেষতঃ,

(ক) স্থাবর সম্পত্তির দানপত্র।

(খ) উইলভিন্ন যে নিদর্শন পত্রের মর্ম্মানুসারে কি ফলস্বরূপে স্থাবর কোন সম্পত্তিতে বর্ত্তমান কি ভবিষ্যৎকালে একশত টাকার কি তদূর্দ্ধ মূল্যের বর্ত্তমান ভোগ্য কি সম্ভাবিত কোন স্বত্ব কি অধিকার কি সম্পর্ক কি দায় সৃষ্ট হয়, কি নির্দ্দেশ কি সমর্পণ কি সঙ্কোচ কি বিলোপ করা যায়, সেই নিদর্শনপত্র।

(গ) পূর্ব্বোক্ত কোন অধিকার কি স্বত্ব কি সম্পর্ক সৃষ্টি কি নির্দ্দেশ কি সমর্পণ কি সঙ্কোচ কি বিলোপকরণপ্রযুক্ত যে পারিতোষিক গ্রহণ কি দান করা যায়, উইল ভিন্ন তাহা পাইবার কি দত্ত হইবার স্বীকারপত্র।

(ঘ) স্থাবর সম্পত্তির বৎসর বৎসরের কি এক বৎসরের অধিক কালের পাট্টা কি বার্ষিক খাজানা কি ভাড়া নিরূপণের পাট্টা।

কিন্তু কোন জিলার কিম্বা জিলার কোন বিভাগের মধ্যে সম্পাদিত যে পাট্টামতে পাঁচ বৎসরের অধিক কালের নিয়ম না করা যায় ও বার্ষিক খাজানা কি ভাড়া পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয়, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় গেজেটে অনুজ্ঞাপত্র প্রকাশ করিয়া এই ধারার পূর্ব্বভাগের কথার মধ্যে সেই পাট্টা না ধরিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

সাধুখাতকী প্রতিজ্ঞাপত্র।

(ঙ) কোন সাধুখাতকী প্রতিজ্ঞাপত্রের প্রতি ও ভূমিসংক্রান্ত কোম্পানির শেয়ার ও ঋণদানপত্রের হস্তান্তর করণ পত্র না ধরিবার কথা।

(চ) ও জাইণ্টষ্টাক কোম্পানির সমুদায় মূলধন কি তাহার একাংশ স্থাবর সম্পত্তি হইলেও সেই কোম্পানির শেয়ারসম্পর্কীয় কোন দলীলের প্রতি,

"(চচ) ঐরূপ কোন কোম্পানি কোন ডিবেঞ্চর বা ঋণপত্র দিলে, ঐরূপ ঋণপত্রধারীদের উপকারার্থ ন্যাসস্বরূপ ন্যাসধারীদের নিকট উক্ত কোম্পানি রেজিষ্টরী করা যে, নিদর্শনপত্রক্রমে আপনাদের স্থাবর সম্পত্তি সমুদায় বা কতক অংশ বা তদন্তর্গত কোন স্বার্থ বন্ধক রাখিয়াছেন বা অর্পণ করিয়াছেন বা প্রকারান্তরে হস্তান্তর করিয়া দিয়াছেন, সেই নিদর্শনপত্রের প্রদত্ত প্রাতিভাব্যে উক্ত ঋণপত্রধারীর যাহাতে অধিকার হয় তাহা ছাড়া উক্ত ঋণপত্রক্রমে স্থাবর সম্পত্তিতে কোন স্বত্ব অধিকার বা সম্পর্ক সৃষ্টি কি নির্দ্দেশ কি নিরূপণ কি সঙ্কোচ কি বিলোপ করা না গেলে সেই ঋণপত্রের প্রতি, কিম্বা।"

(ছ) তদ্রূপ কোন কোম্পানির দত্ত কোন ঋণদানপত্রের পৃষ্ঠলিপির প্রতি কি ঐ পত্র হস্তান্তর করণপত্রের প্রতি,

যে দলীলদ্বারা অন্য দলীল পাইবার স্বত্বমাত্র জন্মে তাহা।

(জ) যে দলীলের দ্বারা স্থাবর সম্পত্তিতে একশত টাকার কি তাহার অধিক মূল্যের কি কোন স্বত্বের কি অধিকারের কি সম্পর্কের সৃষ্টি কি নির্দ্দেশ কি নিরূপণ, কি সঙ্কোচ, কি বিলোপ না হইয়া, অন্য যে দলীল সম্পাদন হইলে, সেই স্বত্বের কি অধিকারের কি সম্পর্কের সৃষ্টি বা নির্দ্দেশ বা নিরূপণ বা সঙ্কোচ বা বিলোপ হয়, সেই দলীল প্রাপ্ত হইবার স্বত্বমাত্র যে দলীলের দ্বারা সৃষ্ট হয়, তাহার প্রতি।

(ঝ) আদালতের ডিক্রী, আজ্ঞা ও মীমাংসার প্রতি।

(ঞ) গবর্ণমেণ্টের স্থাবর সম্পত্তি দানপত্রের প্রতি।

(ট) রাজস্বের কার্য্যকারকদের কৃত বণ্টন পত্রের প্রতি।

(ঠ) ভূমির উৎকর্ষসাধন বিষয়ক ১৮৭১ সালের আইনমতে প্রতিপোষক প্রতিভূর যে যে সার্টিফিকেট ও দলীল দেওয়া যায় তৎপ্রতি।

"(ঙ) কৃষকদিগকে ঋণদান বিষয়ক ১৮৮৪ সালের আইনমতে যে আজ্ঞাপত্রক্রমে ঋণ দেওয়া যায় এবং উক্ত আইনমতে দত্ত ঋণশোধ দিবার প্রাতিভাব্যস্বরূপ যে সকল নিদর্শনপত্র হয়, তৎপ্রতি।"

"(চ) বন্ধকের সমুদায় টাকা বা তাহার কোন অংশ শোধ করিয়া পাইবার স্বীকারসূচক বন্ধকীপত্রের পৃষ্ঠলিপির প্রতি এবং বন্ধকক্রমে পাওনা টাকার রসীদ বন্ধক বিলোপ করণের মর্ম্মাত্মক রসীদ না হইলে তৎপ্রতি।"

(ণ) "কোন দেওয়ানী বা রাজস্ব সম্পর্কীয় কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক প্রকাশ্য নীলামে বিক্রীত কোন সম্পত্তির খরিদদারকে প্রদত্ত নিলামের সার্টিফিকেটের প্রতি।"

এই ধারার (খ) ও (গ) প্রকরণের কোন কথা খাটে না।

দত্তক পুত্র গ্রহণের অনুমতি-পত্রের কথা।

১৮৭২ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিনের পর পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবার যে অনুমতি পত্র সম্পাদিত হয়, কিন্তু উইলক্রমে দেওয়া না যায়, তাহাও রেজিষ্টরী করিতে হইবে।

যে যে প্রকারের নিদর্শনপত্র রেজিষ্টরী করা স্বেচ্ছাধীন

তাহার কথা।

১৮ ধারা। নিম্নলিখিত কোন দলীল এই আইনমতে রেজিষ্টরী হইতে পারিবে। বিশেষতঃ

(ক) (দানপত্র ও উইল ভিন্ন) যে নিদর্শনপত্রের মর্ম্মানুসারে কি ফলস্বরূপে স্থাবর সম্পত্তিতে বর্ত্তমানে কি ভবিষ্যতে একশত টাকার ন্যূন মূল্যের বর্ত্তমান ভোগ্য, কি সম্ভাবিত কোন স্বত্ব কি অধিকার কি সম্পর্ক সৃষ্ট হয়, কি নির্দ্দেশ কি সমর্পণ কি সঙ্কোচ কি বিলোপ করা যায়, সেই নিদর্শন-পত্র।

(খ). উক্ত কোন স্বত্ব কি অধিকার কি সম্পর্ক সৃষ্ট কি নির্দ্দেশ কি সমর্পণ কি সঙ্কোচ কি বিলোপ করণপ্রযুক্ত যে পারিতোষিক গ্রহণ কি দান করা যায়, তাহা পাইবার কি দত্ত হইবার স্বীকারপত্র।

(গ) স্থাবর সম্পত্তির এক বৎসরের অনধিক কালের পাট্টা ও ১৭ ধারার বর্জ্জিত পাট্টা।

(ঘ) উইল ভিন্ন যে নিদর্শনপত্রের মর্ম্মানুসারে কি ফলস্বরূপে অস্থাবর সম্পত্তিতে কোন স্বত্ব কি অধিকার কি সম্পর্ক সৃষ্ট হয়, কি নির্দ্দেশ কি সমর্পণ কি সঙ্কোচ কি বিলোপ করা যায়।

(ঙ) উইল।

(চ) ১৭ ধারায় আর যে যে দলীল রেজিষ্টরী করিবার আদেশ না থাকে।

রেজিষ্টরী কার্য্যকারকের অবিদিত ভাষায় দলীল লিখিত হইলে তাহার কথা।

১৯ ধারা। কোন দলীল রেজিষ্টরী হইবার জন্যে নিয়মমতে আনা গেলে, কিন্তু যে ভাষায় লেখা হইয়াছে, রেজিষ্টরী কার্য্যকারক তাহা বুঝিতে না পারিলে, এবং সেই ভাষা জিলার মধ্যে সাধারণ মতে প্রচলিত না থাকিলে, জিলার মধ্যে সাধারণমত প্রচলিত ভাষায় ঐ দলীলের যথার্থ অনুবাদ এবং তাহার যথার্থ প্রতিলিপি সঙ্গে না দেওয়া গেলে, তিনি ঐ দলীল রেজিষ্টরী করিতে অস্বীকার করিবেন।

দলীলের কোন অংশে ফাঁক থাকিলে, কি কোন শব্দ চাঁচা কি দুই পংক্তির মধ্যে লেখা গেলে, কি পরিবর্ত্তন হইলে তাহার কথা।

২০ ধারা। কোন দলীলের দুই পংক্তির মধ্যে কোন শব্দ লেখা আছে, কিম্বা কোন স্থানে ফাঁক আছে, কি চাঁচা গিয়াছে, কি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, দৃষ্ট হইলে যাঁহারা ঐ দলীল সম্পাদন করেন, তাঁহারা আপনাদের স্বাক্ষরক্রমে কি নামের আদ্যাক্ষর লিখিয়া দুই পংক্তির মধ্যে লিখিত সেই সেই শব্দ কিম্বা ফাঁক কিম্বা সেই চাঁচা কি পরিবর্ত্তিত শব্দ স্বীকার না করিলে রেজিষ্টরী কার্য্যকারক আপনার বিবেচনামতে ঐ দলীল রেজেষ্টরী করণার্থে গ্রাহ্য করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন। যদি সেই দলীল রেজিষ্টরী করেন, তবে রেজিষ্টরী করণসময়ে দুই পংক্তির মধ্যে কোন শব্দ লিখিত হওন, কি ফাঁক থাকন, কি পরিবর্ত্তনের স্মারক কথা রেজিষ্টরী বহিতে লিখিবেন।

ভূমিখণ্ড নির্ণয়ের কথা।

২১ ধারা। (ক) স্থাবর সম্পত্তি বিষয়ক উইল ভিন্ন কোন দলীলে ঐ সম্পত্তি নির্ণয় করিবার উপযুক্ত বর্ণনা না থাকিলে, তাহা রেজিষ্টরী করণার্থ গ্রাহ্য হইবে না।

(খ) নগরস্থিত কোন ঘর যে পথের অভিমুখ হয়, সেই পথের কি রাস্তার (নামোল্লেখে) উত্তর প্রভৃতি দিকে আছে, ও এইক্ষণে শ্রীঅমুক তন্মধ্যে বাস করিতেছেন কি পূর্ব্বে করিতেন, এই এই কথা লিখিয়া ও সেই পথের কি রাস্তার ধারের ঘর সকলের নম্বর থাকিলে সেই ঘরের নম্বর লিখিয়া ঐ ঘর বর্ণিত হইবে। অন্য ঘর ভূমি হইলে যদি নাম থাকে, তবে তাহার নাম, ও দেশ সংক্রান্ত অমুক বিভাগের অন্তর্গত ও তাহার আড়ে দীর্ঘে এত পরিমাণ ও চতুঃসীমা অমুক অমুক পথ কি সম্পত্তি ও এইক্ষণে অমুকের অধিকারে আছে, এই এই কথা লিখিয়া ঐ ঘরের কি ভূমির বর্ণনা করা যাইবে। এবং হইতে পারিলে গবর্ণমেণ্টের ম্যাপের কি জরিপী নক্সার উল্লেখ করিতে হইবে।

যে দলীলে ম্যাপ ও নক্সা থাকে তাহার কথা।

(গ) উইল ভিন্ন সম্পত্তি ঘটিত কোন দলীলে ঐ সম্পত্তির ম্যাপ কি নক্সা থাকিলে ঐ ঐ ম্যাপের কি নক্সার যথার্থ প্রতিলিপি সঙ্গে না দিলে, অথবা যদি সম্পত্তি ভিন্ন ভিন্ন ডিষ্ট্রীক্টে থাকে, তবে যত ডিষ্ট্রীক্টে আছে, ম্যাপের কি নক্সার ততখানি যথার্থ প্রতিলিপি সঙ্গে না দিলে, সেই দলীল রেজিষ্টরী হইবার জন্যে গ্রাহ্য হইবে না।

ঘরের ও ভূমির বর্ণনাবিষয়ক বিধিমতে কার্য্য না হইলে তাহার ফলের কথা।

২২ ধারা। ২১ ধারার (খ) প্রকরণের বিধানমতে কার্য্য না হইলেও দলীল যে সম্পত্তি সম্পর্কীয় হয়, যদি সেই দলীলে সেই সম্পত্তি নির্ণয় করণোপযুক্ত বর্ণনা থাকে, তবে তাহা রেজিষ্টরী করিবার প্রতিবন্ধক হইবে না।

## চতুর্থ ভাগ।

### দলীল আনিবার সময়ের কথা।

দলীল উপস্থিত করিবার সময়ের কথা।

২৩ ধারা। ২৪ ও ২৫ ও ২৬ ধারার বিধান প্রবল মানিয়া উইল ভিন্ন কোন দলীল সম্পাদন করিবার তারিখ অবধি চারি মাসের মধ্যে,

কিম্বা ডিক্রীর কি আজ্ঞার প্রতিলিপি হইলে ঐ ডিক্রী কি আজ্ঞা হওয়ার তারিখ অবধি চারি মাসের মধ্যে, কিম্বা তাহার উপর আপীল হইতে পারিলে যে দিনে চূড়ান্ত আজ্ঞা হয় সেই দিনাবধি চারি মাসের মধ্যে রেজিষ্টারী জন্যে উপযুক্ত কর্ম্মকারকের নিকটে না আনা গেলে তাহা রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্তে গ্রাহ্য হইবে না।

কিন্তু কোন দলীলে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে স্বাক্ষর করিলে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাক্ষর করিবার তারিখ অবধি ক্রমশঃ চারি মাসের মধ্যে তাহা রেজিষ্টরী ও পুনঃ রেজিষ্টরী করিবার জন্যে আনা যাইতে পারিবে।

রেজিষ্টরী করিতে অগত্যা বিলম্ব হইলে তাহার উপবিধি।

২৪ ধারা। বৃটিশ ভারতবর্ষের মধ্যে কোন দলীল সম্পাদিত হইলেও কিম্বা ডিক্রির কি আজ্ঞার প্রতিলিপি করা গেলে, যদি অত্যন্ত প্রয়োজনবশতঃ কিম্বা অনিবার্য্য ঘটনাহেতুক তাহা রেজেষ্টরী করিবার পূর্ব্বোক্ত কাল অতীত হওনের পূর্ব্বে রেজিষ্টরী করিবার জন্যে আনা না যায় তবে তাহা আনিতে আর চারি মাসের অধিক বিলম্ব না হইলে, রেজিষ্টরী করিবার জন্যে উপযুক্ত যত ফী লাগে, তাহার দশ গুণের অনধিক অর্থদণ্ড দেওয়া গেলে, রেজিষ্টার ঐ দলীল রেজিষ্টরী হইবার জন্যে গ্রাহ্য হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

তদ্রূপ আজ্ঞা হইবার প্রার্থনা সব রেজিষ্টারকে দেওয়া যাইতে পারিবে। তিনি যে রেজিষ্টারের অধীন হন, তাঁহার নিকট তৎক্ষণাৎ পাঠাইবেন।

ব্রিটিশ ভারতবর্ষের বহির্ভূত স্থানে যে যে দলীল সম্পাদিত হয় তাহার কথা।

২৫ ধারা। ব্রিটিশ ভারতবর্ষের বহির্ভূত স্থানে কোন দলীল সম্পর্কীয় নকল না কোন ব্যক্তির দ্বারা সেই দলীল সম্পাদিত হওয়ার ভাব দর্শাইলে রেজিষ্টরী করিবার যে সময় পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যদি সেই সময় অতীত হইবার পর সেই দলীল রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্ত উপস্থিত করা যায় তবে।

(ক) ঐ দলীল তদ্রূপে সম্পাদিত হইয়াছে, এবং

(খ) ব্রিটিশ ভারতবর্ষে আনীত হইবার পর চারি মাসের মধ্যে রেজিষ্টরী করিবার জন্যে উপস্থিত করা গিয়াছে,

রেজিষ্টরী কার্য্যকারক ইহা হৃদ্বোধগতে জানিলে রেজিষ্টরী করিবার উপযুক্ত ফী লইয়া রেজিষ্টরী করিবার জন্যে ঐ দলীল গ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

দলীল আনিবার শেষ দিন ছুটির দিন হইলে তাহার কথা।

২৬ ধারা। এই আইনে কোন দলীল উপস্থিত করিবার যে মিয়াদ নিরূপণ হইল, তাহার শেষ দিনে যদি রেজিষ্টরী আফিস বন্ধ থাকে, তবে ঐ আফিস যে দিনে পুনশ্চ খোলা যায়, সেই দিন এই আইনের কার্য্যপক্ষে ঐ মিয়াদের শেষ দিন বলিয়া জ্ঞান হইবে।

উইল কোন সময়ে আনা যাইতে কি গচ্ছিত হইতে পারিবার কথা।

২৭ ধারা। উইল নিম্নলিখিত বিধান মতে কোন সময়ের রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্তে আনা যাইতে কি গচ্ছিত হইতে পারিবে।

## পঞ্চম ভাগ।

### রেজিষ্টরী করিবার স্থানের বিধি।

ভূমিসম্পর্কীয় দলীল রেজিষ্টরী করিবার স্থানের কথা।

২৮। ধারা। এই ভাগে প্রকারান্তরের বিধি না থাকিলে, ১৭ ধারার (ক) (খ) (গ) (ঘ) প্রকরণের ও ১৮ ধারার (ক) (খ) (গ) প্রকরণের উল্লিখিত প্রত্যেক দলীল যে সম্পত্তি বিষয়ক হয়, সেই সম্পত্তির সমুদয় কি কোন অংশ যে সব-রেজিষ্টারের সব ডিষ্ট্রীক্টের অন্তর্গত থাকে, তাঁহার আফিসে সেই দলীল রেজিষ্টরী করিবার জন্যে আনীত হইবে।

অন্য দলীল রেজিষ্টরী করিবার স্থানের কথা।

২৯ ধারা। ২৮ ধারাতে যে দলীলের উল্লেখ হইল, তদ্ভিন্ন এবং ডিক্রীর কি আজ্ঞার প্রতিলিপি ভিন্ন প্রত্যেক দলীল যে সব রেজিষ্টারের সব-ডিষ্ট্রীক্টের মধ্যে সম্পাদন করা যায়, তাহারই আফিসে, অথবা যে ব্যক্তিরা ঐ দলীল সম্পাদন করেন ও তদনুসারে দাওয়া রাখেন, তাঁহারা সেই স্থানীয় সেই গবর্ণমেণ্টের অধীন অন্য রেজিষ্টারের কার্য্যালয়ে তাহা রেজিষ্টরী করিতে চাহিলে, তথায় রেজিষ্টরী করিবার জন্যে উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

ডিক্রী কি আজ্ঞা যে সব ডিষ্ট্রীক্টে করা যায়, ঐ ডিক্রীর কি আজ্ঞার প্রতিলিপি রেজিষ্টরী করিবার জন্যে সেই সবডিষ্ট্রিক্টের সব-রেজিষ্টারের আফিসে আনা যাইতে পারিবে, অথবা সেই ডিক্রীতে কি আজ্ঞাতে স্থাবর সম্পত্তির সম্পর্ক না থাকিলে ঐ ডিক্রীগত দাওয়াদার সমস্ত বাকি স্থানীয় সেই গবর্ণমেণ্টের অধীন অন্য যে সব-রেজিষ্টারের আফিসে ঐ প্রতিলিপি রেজিষ্টরী করাইতে চাহেন, তাহা তথায় রেজিষ্টরী করা যাইতে পারিবে।

রেজিষ্টার কর্ত্তৃক রেজিষ্টরী হইবার কথা।

৩০ ধারা। (ক) কোন রেজিষ্টারের অধীন সব-রেজিষ্টারের দ্বারা যে দলীল রেজিষ্টরী হইতে পারে, সেই রেজিষ্টার আপন বিবেচনামতে তাহা গ্রাহ্য করিয়া রেজিষ্টরী করিতে পারিবেন।

রাজধানীর ও লাহোরের রেজিষ্টারের দ্বারা রেজিষ্টরী করিবার কথা।

(খ) ২৮ ধারার উল্লিখিত দলীল যে সম্পত্তি সম্পর্কীয় হয়, তাহা ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের

অন্তর্গত যে স্থানে থাকুক, রাজধানী যে ডিষ্ট্রীক্টের অন্তর্গত থাকে, ঐ ডিষ্ট্রীক্টের এবং সাহেব ডিষ্ট্রীক্টের রেজিষ্টার স্থানের অপেক্ষা না করিয়া সেই দলীল হইয়া রেজিষ্টরী করিতে পারিবেন।

সাধারণ ব্যক্তির বাটীতে রেজিষ্টরী করণের কি গচ্ছিত করণার্থে গ্রাহ্য করণের কথা।

৩১ ধারা। যে দলীল রেজিষ্টরী বা গচ্ছিত করিবার নিমিত্তে গ্রাহ্য করা যে কর্ম্মকারকের কর্ত্তব্য, এই আইন অনুসারে সেই দলীল সচরাচর কেবল তাহার আফিসে রেজিষ্টরী কি গচ্ছিত করিতে হইবে।

কিন্তু বিশেষ কারণ দর্শান গেলে ঐ কার্য্যকারক দলীল রেজিষ্টরী-করণেচ্ছু, কিম্বা উইল গচ্ছিত করণেচ্ছু ব্যক্তির বাসস্থানে গিয়া সেই দলীল কি উইল রেজিষ্টরী কি রক্ষা করিবার নিমিত্তে গ্রহণ করিতে পারিবেন।

---

# ষষ্ঠ ভাগ।

## রেজিষ্টরী করণার্থে দলীল আনিবার বিধি।

রেজিষ্টরী করণার্থে, কে দলীল আনিবেন তাঁহার কথা।

৩২ ধারা। ৩১ ও ৮৯ ধারার লিখিত স্থল ভিন্ন কোন দলীল এই আইনমতে রেজিষ্টরী করিতে হইলে তাহার রেজিষ্টরী করা আবশ্যক কি স্বেচ্ছাধীন হইলেও,

ঐ দলীল সম্পাদক কি তৎক্রমে দাওয়াদার কোন ব্যক্তি, কিম্বা ডিক্রীর কি আজ্ঞার প্রতিলিপি হইলে ঐ ডিক্রী কি আজ্ঞামত কোন দাওয়াদার,

কিম্বা তাঁহার স্থলাভিষিক্ত কি এসাইনী,

কিম্বা নিম্নলিখিত মতে সম্পাদিত ও যথার্থ বলিয়া স্বাক্ষরিত মোক্তারনামাক্রমে ঐ ব্যক্তির কি তদীয় স্থলাভিষিক্তদের কি এসাইনীর নিয়মিতরূপে নিযুক্ত মোক্তার ঐ দলীল রেজিষ্টরী করিবার উপযুক্ত কার্য্যালয়ে আনিবেন।

৩২ ধারার কার্য্যপক্ষে মোক্তারনামা স্বীকৃত হইবার কথা।

৩৩ ধারা। ৩২ ধারার কার্য্যপক্ষে কেবল নিম্নলিখিত প্রকারের মোক্তার নামা গ্রাহ্য হইবে বিশেষতঃ,

(ক) এই আইন যৎকালে ব্রিটিশ ভারতবর্ষের যে দেশে প্রচলিত হয়, মোক্তারনামা সম্পাদনকালে মুখ্য ব্যক্তি ব্রিটিশ ভারতবর্ষের সেই স্থানে থাকিলে যে ডিষ্ট্রীক্টের কি সব-ডিষ্ট্রীক্টের মধ্যে বাস করেন, তথাকার রেজিষ্টার কি সব-রেজিষ্টারের সম্মুখে সম্পাদিত ও তৎকর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত মোক্তারনামা।

(খ) মুখ্য ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তকালে ব্রিটিশ ভারতবর্ষের অন্য দেশে থাকিলে, কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে সম্পাদিত ও তৎকর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত মোক্তারনামা।

(গ) মুখ্য ব্যক্তি তৎকালে ব্রিটিশ ভারতবর্ষে বাস না করিলে, নোটেরি পবলিকের কিম্বা

কোন আদালতের কি জজ কি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কি ব্রিটিশ কন্সলের কি প্রতিনিধি কন্সলের কিম্বা শ্রীশ্রীমতি মহারাণীর কি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির সম্মুখে সম্পাদিত ও তৎকর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত মোক্তারনামা।

যাঁহারা পীড়িত কি কারারুদ্ধ কিম্বা আদালতে প্রবেশন হইতে মুক্ত তাঁহাদের পক্ষে উপবিধি।

কিন্তু এই ধারার (ক) ও (খ) প্রকরণের লিখিত মোক্তারনামা সম্পাদন করিবার জন্যে নিম্ন লিখিত ব্যক্তিদের প্রতি কোন রেজিষ্টরী আফিসে কিম্বা আদালতে উপস্থিত হইবার আদেশ হইবে না।

উপস্থিত হইতে গেলে যে ব্যক্তিদের কায়িক দুর্ব্বলতাহেতুক প্রাণের আশঙ্কা কি গুরুতর ক্লেশ সম্ভাবনা,

যাঁহারা দেওয়ানী কি ফৌজদারী কোন পরওয়ানার বলে কারাবদ্ধ আছেন, আইনদ্বারা যাঁহারা স্বয়ং আদালতে প্রবেশন হইতে মুক্ত আছেন।

উক্ত প্রত্যেক স্থলে যাঁহাকে মুখ্য ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়, তিনি স্বেচ্ছাক্রমে মোক্তারনামা সম্পাদন করিয়াছেন, রেজিষ্টার কিম্বা বিষয়বিশেষে সব রেজিষ্টার কি মাজিষ্ট্রেট ইহা হৃদ্বোধমতে জ্ঞাত হইলে, পূর্ব্বোক্ত আফিসে কি আদালতে ঐ মুখ্য ব্যক্তির স্বয়ং আসিবার আদেশ না করিয়া তাহাতে সাক্ষিস্বরূপে স্বাক্ষর করিতে পারিবেন।

ঐ মোক্তারনামা স্বেচ্ছাক্রমে সম্পাদন করা গিয়াছে কি না, ইহার প্রমাণ পাইবার জন্যে যাহাকে মুখ্য ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়, রেজিষ্টার কি সব রেজিষ্টার কি মাজিষ্ট্রেট স্বয়ং তাঁহার বাটীতে কিম্বা তিনি যে কারাগারে বদ্ধ আছেন, তথায় গিয়া তাঁহার পরীক্ষা করার্থে অধীনকে পাঠাইতে পারিবেন।

এই ধারার লিখিত কোন মোক্তারনামা ইহার পূর্ব্ব লিখিত ব্যক্তির কি আদালতের সম্মুখে সম্পাদিত ও তৎকর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হইলে, ঐ পত্রের অভিমুখে এই ভাব প্রকাশ হইলে, অন্য অন্য প্রমাণ বিনা উপস্থিত করণ দ্বারাই প্রমাণ হইবে।

রেজিষ্টরী করণের পূর্ব্বে রেজিষ্টরী কার্য্যকারক যে সন্ধান লইবেন তাহার কথা।

৩৪ ধারা। এই ভাগের এবং ৪১, ৪৩ ৪৫, ৬৯, ৭৫, ৭৭, ৮৮ ও ৮৯ ধারার লিখিত বিধান প্রবল মানিয়া যে ব্যক্তিরা কোন দলীল সম্পাদন করেন, তাঁহারা কিম্বা তাঁহাদের স্থলাভিষিক্তেরা এজাইনীরা কিম্বা পূর্ব্বোক্তরূপে ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোক্তারেরা ২৩, ২৪, ২৫ ও ২৬ ধারামতে দলীল উপস্থিত করিবার নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে রেজিষ্টরী কার্য্যকারকের সম্মুখে উপস্থিত না হইলে, এই আইনমতে ঐ দলীল রেজিষ্টরী করা যাইবে না।

কিন্তু যদি অত্যন্ত প্রয়োজন বশতঃ কিম্বা অনিবার্য্য ঘটনা হেতুক উক্ত সকল ব্যক্তি উপস্থিত না হয়, তবে উপস্থিত হইতে চারি মাসের অধিক বিলম্ব না করিলে, ২৪ ধারামতে অর্থ দণ্ড দেয় হইলে, তাহারা সেই দণ্ডের অতিরিক্ত রেজিষ্টরী করিবার উপযুক্ত ফীর দশ গুণের অনধিক অর্থদণ্ড দিলে রেজিষ্টার সেই দলীল রেজিষ্টরী করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

উক্ত ব্যক্তিরা একই সময়ে কি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উপস্থিত হইতে পারিবেন।

তাহা হইলে (ক) সেই দলীল যাহাদের দ্বারা সম্পাদিত হইবার মত দেখায়, তাঁহাদেরই দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে কি না রেজিষ্টরী কার্য্যকারক ইহার সন্ধান লইবেন, ও

(খ) তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আমরা ঐ দলীল সম্পাদন করিয়াছি বলিয়া যে ব্যক্তিরা স্বীকার করেন, তাঁহারা যথার্থই সেই ব্যক্তি ইহা হৃদ্বোধমতে জানিয়া লইবেন,

এবং (গ) কোন ব্যক্তি অন্যের স্থলাভিষিক্ত কি এসাইনী কি মোক্তারস্বরূপ উপস্থিত হইলে তাঁহার তদ্রূপে উপস্থিত হইবার অধিকার আছে কি না ইহা হৃদ্বোধমতে জানিয়া লইবেন।

এই ধারার উপবিধিমতে যে অনুমতির কথা আছে, তজ্জন্য প্রার্থনাপত্র সব রেজিষ্টারের নামে দেওয়া যাইতে পারিবে ও তিনি যে রেজিষ্টারের অধীন হন, তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট পাঠাইবেন।

ডিক্রীর কি আজ্ঞার নকলের প্রতি এই ধারার কোন কথা খাটিবে না।

দলীল সম্পাদন স্বীকার হইলে ইতিকর্ত্তব্যতার কথা।

৩৫ ধারা। যাহারা দলীল সম্পাদন করেন, তাঁহারা সকলেই নিজে রেজিষ্টরী কার্য্যকারকের সম্মুখে উপস্থিত হইলেও তাহার পরিচিত হইলে অথবা তাঁহারা আপনাদিগকে যে যে ব্যক্তি বলিয়া পরিচয় দেন, সত্যই সেই সেই ব্যক্তি, এই কথা অন্যরূপে নিশ্চিত জানিলে, এবং সকলে ঐ দলীলের সম্পাদন কার্য্য স্বীকার করিলে,

কিম্বা কোন ব্যক্তি স্থলাভিষিক্ত কি এসাইনী কি মোক্তার দ্বারা উপস্থিত হইয়া সেই স্থলাভিষিক্ত কি এসাইনী মোক্তার দলীলের সম্পাদন কার্য্য স্বীকার করিলে,

অথবা যে ব্যক্তি দলীল সম্পাদন করিলেন, তাহার মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত কি এসাইনী রেজেষ্টরী কার্য্যকারকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ঐ দলীল সম্পাদনের কার্য্য স্বীকার করিলে,

রেজিষ্টরীকার্য্যকারক ৫৮ অবধি ৬১ পর্য্যন্ত সমস্ত ধারার আদেশানুসারে ঐ দলীল রেজিষ্টরী করিবেন।

যাহারা রেজিষ্টরী কার্য্যকারকের সম্মুখে উপস্থিত হন, তাহারা যে যে ব্যক্তি বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেন, প্রকৃত সেই ব্যক্তি ইহা হৃদ্বোধমতে জানিবার অভিপ্রায়ে কিম্বা এই আইনের লক্ষিত অন্য কোন কারণে, তিনি আপন আফিসে উপস্থিত কোন ব্যক্তির পরীক্ষা লইতে পারিবেন।

দলীল সম্পাদন কার্য্য স্বীকার না হইলে ইতি-
কর্ত্তব্যতার কথা।

দলীল যে ব্যক্তিদের দ্বারা সম্পাদন হইবার মত দেখায়, তাঁহারা সকলে কি তাঁহাদের অন্যতর ব্যক্তি, সেই দলীল সম্পাদন করা অস্বীকার করিলে,

কিম্বা উক্ত ব্যক্তিকে অপ্রাপ্তব্যবহার কি জড় কি ক্ষিপ্তমনাঃ বলিয়া "রেজিষ্টরী কার্য্যকারকের" * বোধ হইলে,

* ১২।১৮।১২ আইন দ্বারা সংশোধিত হইয়াছে।

কিম্বা যাঁহার দ্বারা সম্পাদন হইবার মত দেখায়, সেই ব্যক্তির মৃত্যু হইলে ও তাঁহার স্থলাভিষিক্ত বা এলাইনী সেই দলীলের সম্পাদন কার্য্য স্বীকার না করিলে,

"রেজিষ্টরী কার্য্যকারক যে ব্যক্তি তদ্রূপ অস্বীকার করেন কিম্বাসম্বন্ধে তদ্রূপ বোধ হয় কি যাঁহার মৃত্যু হইয়াছে তৎসম্পর্কে" ঐ দলীল রেজিষ্টরী করিতে অস্বীকার করিবেন। কিন্তু ঐ কার্য্যকারক রেজিষ্টার হইলে তিনি এই আইনের দ্বাদশ ভাগের নির্দিষ্ট প্রণালীমতে কার্য্য করিবেন।

---

# সপ্তম ভাগ।

## দলীল সম্পাদকদিগকে ও সাক্ষীদিগকে বলপূর্ব্বক উপস্থিত করাইবার বিধি।

### সম্পাদকের কি সাক্ষীর উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন হইলে ইতিকর্ত্তব্যতার কথা।

৩৬ ধারা। কোন ব্যক্তি রেজিষ্টরী করিবার জন্যে দলীল আনিয়া, কিম্বা যে দলীল তদ্রূপে আনা যাইতে পারে, তৎক্রমে দাওয়া করিয়া, ঐ দলীল রেজিষ্টরী করণার্থে অন্য ব্যক্তির উপস্থিত হওয়া কি তাঁহার সাক্ষ্য গ্রহণ করা আবশ্যক বলিয়া ঐ ব্যক্তির উপস্থিত হওয়ার বাঞ্ছা করিলে, স্থানীয় গবর্নমেণ্ট এতৎপক্ষে যে কার্য্যকারককে কি যে আদালতকে নিরূপণ করেন, রেজিষ্টরী কার্য্যকারক উচিত বোধ করিলে, তাঁহার প্রতি, ঐ ব্যক্তির নামে সমন দিয়া সমনের আদেশমতে স্বয়ং কিম্বা নিয়মিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোক্তারের দ্বারা ঐ সমনের লিখিত সময়ে রেজিষ্টরী আফিসে উপস্থিত করাইবার আদেশ করিতে পারিবেন।

### কার্য্যকারকের কি আদালতের ঐ সমন দিবার ও জারী করাইবার কথা।

৩৭ ধারা। তদ্রূপ স্থলে পেয়াদার যে ফী লাগে, ঐ কার্য্যকারক বা আদালত তাহা পাইলে তদনুসারে সমন দিয়া যে ব্যক্তির উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন, তাঁহাকে দেওয়াইবেন।

### যাঁহারা রেজিষ্টরী আফিসে প্রবেশন হইতে মুক্ত, তাঁহাদের কথা।

৩৮ ধারা। রেজিষ্টরী আফিসে উপস্থিত হইতে গেলে, কায়িক দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত কোন ব্যক্তির প্রাণাশঙ্কা কি গুরুতর ক্লেশ সম্ভাবনা হইলে,

কিম্বা দেওয়ানী কি ফৌজদারী পরওয়ানার বলে কারাবদ্ধ থাকিলে,

ও আইনক্রমে স্বয়ং আদালতে প্রবেশন হইতে মুক্ত হইলেও পশ্চাল্লিখিত বিধান না থাকিলে রেজিষ্টরী আফিসে যাঁহাদের স্বয়ং আসিবার আজ্ঞা হইতে পারিত,

সেই সেই ব্যক্তির তদ্রূপে উপস্থিত হইবার আদেশ হইবে না।

উক্ত প্রত্যেক স্থলে, রেজিষ্টরী কার্য্যকারক আপনি সেই ব্যক্তির বাটীতে কিম্বা সে যে কারাগারে বদ্ধ আছে, তথায় গিয়া, তাহার পরীক্ষা করিবেন, কিম্বা পরীক্ষা করণার্থ আমীনকে পাঠাইবেন।

এই আইনমতে সমন, আমীন ও সাক্ষীদের বিধি।

৩৯ ধারা। দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, সমনের ও আমীনের ও সাক্ষীদিগকে বলপূর্ব্বক উপস্থিত করাইবার ও তাঁহাদের পারিশ্রমিকের যে যে বিধি যৎকালে প্রচলিত থাকে, পূর্ব্বোক্ত স্থল ব্যতীত এবং পরিবর্ত্তনীয় কথা পরিবর্ত্তন করিয়া সেই বিধি এই আইনের বিধানমতে দত্ত কোন সমনের কি আমিনের প্রতি এবং উপস্থিত হওনার্থে সমন করা কোন ব্যক্তির প্রতি বর্ত্তিবে।

---

# অষ্টম ভাগ।

## উইল ও পোষ্যপুত্র গ্রহণের অনুমতিপত্র উপস্থিত করিবার বিধি।

যাঁহারা উইল ও পোষ্যপুত্র গ্রহণের অনুমতিপত্র উপস্থিত করিতে স্বত্ববান, তাঁহাদের কথা।

৪০ ধারা। উইলসম্পাদক কিম্বা তাঁহার মরণোত্তর উইলের নিরূপিত কর্ম্মসাধক বলিয়া কি প্রকারান্তরে দাওয়াদার কোন ব্যক্তি ঐ উইল রেজিষ্টরী করণার্থে কোন রেজিষ্টারের বা সব-রেজিষ্টারের নিকট আনিতে পারিবেন।

পোষ্যপুত্রগ্রহণের অনুমতিপত্রদাতা কিম্বা তাঁহার মরণোত্তর ঐ পত্রগ্রহীতা কিম্বা ঐ পোষ্যপুত্রই সেই অনুমতিপত্র রেজেষ্টরী করণার্থে কোন রেজিষ্টারের বা সব রেজিষ্টারের নিকটে আনিতে পারিবেন।

উইল ও পোষ্যপুত্র গ্রহণের অনুমতিপত্র রেজিষ্টরী করিবার কথা।

৪১ ধারা। কোন উইল-সম্পাদক কিম্বা পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবার অনুমতিপত্রদাতা সেই উইল, বা অনুমতিপত্র রেজিষ্টরী করিবার জন্যে উপস্থিত করিলে, তাহা অন্য দলীলের ন্যায় রেজিষ্টরী করা যাইতে পারিবে।

অন্য কোন ব্যক্তি সেই উইল কিম্বা পোষ্যপুত্র গ্রহণের অনুমতি-পত্র উপস্থিত করিবার অধিকারী হইয়া তাহা রেজিষ্টরী করিবার জন্য উপস্থিত করিলে,

(১) ঐ উইল কিম্বা বিষয়বিশেষে ঐ অনুমতিপত্র-সম্পাদকের কি দাতার দ্বারা যথার্থই সম্পাদন করা গেল,

(২) ও ঐ সম্পাদক কি দাতার মৃত্যু হইয়াছে এবং

(৩) যে ব্যক্তি ঐ উইল কি অনুমতিপত্র উপস্থিত করেন ৪০ ধারামতে তাঁহার সেই উইল কি অনুমতিপত্র উপস্থিত করিবার অধিকার আছে, রেজিষ্টরী কার্য্যকারক এই সকল কথা স্বদোধমতে জানিলে, তাহা রেজিষ্টরী করা যাইবে।

---

# নবম ভাগ।

## উইল গচ্ছিত করিবার বিধি।

উইল গচ্ছিত করিবার কথা।

৪২ ধারা। উইলের সম্পাদক মোহর করা খামের ভিতর উইল দিয়া ঐ খামের উপর ঐ সম্পাদকের নাম, ও তৎপক্ষে কর্ম্মকারক থাকিলে, তাঁহার নাম, ও দলীলের ভাব লিখিয়া, স্বয়ং কিম্বা স্বপক্ষে নিয়মিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মকারকের দ্বারা কোন রেজিষ্টারের নিকটে গচ্ছিত করিতে পারিবেন।

উইল গচ্ছিত করা গেলে ইতিকর্ত্তব্যতার কথা।

৪৩ ধারা। রেজিষ্টার তদ্রূপ খাম পাইলে, যে ব্যক্তি তাহা উপস্থিত করেন, তিনি ঐ উইলের সম্পাদক কিম্বা তাঁহার স্বপক্ষ কর্ম্মকারক, রেজিষ্টার ইহা হৃদ্বোধমতে জানিলে ঐ খামের উপর লিখিত কথা আপনার ৫ নং রেজিষ্টরী বহীতে নকল করিয়া লইবেন। ও তাহা যে বৎসরে যে মাসে যে দিনে যে ঘণ্টায় উপস্থিত করা গেল ও পাওয়া গেল এই কথা ও উইল সম্পাদকের কিম্বা তাহার সপক্ষে কর্ম্মকারকের অনন্যতা বিষয়ে যে যে ব্যক্তিরা সাক্ষ্য দিলেন, তাহাদের নাম ও খামের মোহরে যে কথা লেখা আছে, তাহা যে পর্য্যন্ত পাঠ করিতে পারিলেন সেই পর্য্যন্ত তাহা ঐ রেজিষ্টরী বহীতে ও সেই খামে লিখিবেন।

পরে রেজিষ্টার আপনার অদহনীয় বাক্সে সেই খাম অর্পণ করিয়া রাখিবেন।

৪২ ধারামতে যে মোহরাঙ্কিত খাম গচ্ছিত করা যায়, তাহা ফিরিয়া লইবার কথা।

৪৪ ধারা। উইল সম্পাদক তদ্রূপ খাম গচ্ছিত করিলে পর তাহা ফিরিয়া লইতে চাহিলে, যে রেজিষ্টারের নিকট গচ্ছিত করা গেল, তাহার স্থানে তিনি স্বয়ং কিম্বা স্বপক্ষে নিয়মিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মকারকের দ্বারা ঐ খাম পাইবার প্রার্থনা করিবেন, এবং প্রার্থক প্রকৃতই উইল সম্পাদক কি তৎপক্ষে কর্ম্মকারক রেজিষ্টার ইহা হৃদ্বোধমতে জানিলে তাহাকে সেই প্রার্থনানুসারে খাম ফিরিয়া দিবেন।

গচ্ছিতকারী ব্যক্তির মৃত্যু হইলে ইতিকর্ত্তব্যতার কথা।

৪৫ ধারা। উইল সম্পাদক ৪২ ধারা মতে মোহরাঙ্কিত খাম গচ্ছিত করিয়া মরিলে যে রেজিষ্টারের কাছে ঐ খাম গচ্ছিত থাকে, তাহার নিকটে তাহা খুলিবার প্রার্থনা হইলে উইল সম্পাদক মরিয়াছে হৃদ্বোধমতে জানিলে তিনি সেই প্রার্থকের সাক্ষাৎ সেই খাম খুলিবেন, এবং প্রার্থকের খরচে আপন ৩ নম্বরের বহীতে ঐ উইলের কথার প্রতিলিপি করাইবেন।

পুনশ্চ গচ্ছিত করিবার কথা।

সেই প্রতিলিপি করা গেলে পর, রেজিষ্টার মূল উইল কি অনুমতিপত্র পুনরায় গচ্ছিত করিয়া রাখিবেন।

১৮৬৫ সালের ১০ আইনের ২৫৯ ধারার বল রক্ষার কথা।

৪৬ ধারা। ভারতবর্ষীয় উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ক আইনের ২৫৯ ধারার বিধান, অথবা

কোন আদালতের আজ্ঞাক্রমে কোন উইল উপস্থিত করাইবার ক্ষমতা পূর্ব্বোক্ত কথাক্রমে খর্ব্ব হইবে না। কিন্তু তদ্রূপ আজ্ঞা করা গেলে, যদি ৪৫ ধারামতে পূর্ব্বে নকল না করা গিয়া থাকে, তবে রেজিষ্ট্রার খাম খুলিয়া আপনার ৩নং বহিতে ঐ উইলের প্রতিলিপি করাইবেন এবং মূল উইল পূর্ব্বোক্ত আজ্ঞাক্রমে আদালতে প্রেরণ করা গিয়াছে, ঐ প্রতিলিপিতে এই মর্ম্মের কথা লিখিবেন।

---

## দশম ভাগ।

### রেজিষ্টরী করিবার ও না করিবার ফলের বিধি।

রেজিষ্টরী দলীল যে সময় অবধি প্রবল হইবে, তাহার কথা।

৪৭ ধারা। রেজিষ্টরী করিবার কোন আজ্ঞা না থাকিলে ও দলীল রেজিষ্টরী না হইলে যে সময়াবধি প্রবল হইত, রেজিষ্টরী দলিল সেই সময় অবধি প্রবল হইবে, রেজিষ্টরী করিবার সময় অবধি নয়।

সম্পত্তিবিষয়ক দলীল রেজিষ্টরী করা গেলে যে স্থলে বাচনিক নিয়মাপেক্ষা ফলবৎ হইবে, তাহার কথা।

৪৮ ধারা। স্থাবর কি অস্থাবর সম্পত্তি বিষয়ক কোন নিয়ম কি নির্দ্দেশ বাক্য মুখে উচ্চারিত হইয়াও তৎসময়ে কি তৎপরেই অধিকার না দেওয়া গেলে, ঐ সম্পত্তি বিষয়ক যে দলীল এই আইন মতে নিয়মিতরূপে রেজিষ্টরী করা যায়, উইল ভিন্ন সেই দলীল ঐ বাচনিক নিয়মের কি নির্দ্দেশবাক্যের বিপক্ষে সফল করা যাইবে।

যে দলীল রেজিষ্টরী করা আবশ্যক, তাহা রেজিষ্টরী না করিবার ফলের কথা।

৪৯ ধারা। ১৭ ধারার যে যে দলীল রেজিষ্টরী করিবার আজ্ঞা হইয়াছে, তাহা এই আইনের বিধানমতে রেজিষ্টরী না করা গেলে,

স্থাবর সম্পত্তির পক্ষে ঐ দলীলের কোন ফল হইবে না,

ও তদ্দ্বারা পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবার ক্ষমতা দেওয়া যাইবে না,

ও ঐ দলীল সেই সম্পত্তি কিম্বা সেই ক্ষমতা প্রদান করণ সম্পর্কীয় কোন ব্যাপারের প্রমাণ স্বরূপে গ্রাহ্য হইবে না।

ভূমিবিষয়ক যে দলীল রেজিষ্টরী করা স্বেচ্ছাধীন তাহা রেজিষ্টরী হইলে, রেজিষ্টরী না হওয়া দলীল অপেক্ষা প্রবল হইবার কথা।

৫০ ধারা। ১৭ ধারার (ক) (খ) (গ) ও (ঘ) প্রকরণের ও ১৮ ধারার (ক) ও (খ) প্রকরণে যে যে প্রকারের দলীল ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা নিয়মিতমতে রেজিষ্টরী করা গেলে, ডিক্রী কিম্বা আজ্ঞা ভিন্ন সেই সম্পত্তি বিষয়ক যে দলীল রেজিষ্টরী হয় নাই, তাহা রেজিষ্টরী দলীলের তুল্য ভাবের হইলেও কি না হইলেও, তল্লিখিত সম্পত্তি সম্পর্কে ঐ রেজিষ্টরী দলীল সেই সম্পত্তি বিষয়ক রেজিষ্টরী না করা দলীলের বিপক্ষে বলবৎ হইবে।

১৭ ধারার উপবিধিক্রমে যে যে পাঠ বর্জ্জিত হইল তৎপ্রতি ঐ ধারার (ঙ) (চ) (চচ) (ছ) (জ) (ঝ) (ঞ) (ট) (ঠ) (ড) (ঢ) ও (ণ) উল্লিখিত দলীলের প্রতি এই ধারার উপবিভাগের কোন কথা খাটে না।

ব্যাখ্যা।—রেজিষ্টরী না করা দলীল যে স্থানে যে সময়ে সম্পাদন করা যায়, যদি সেই স্থানে ও সেই সময়ে ১৮৬৪ সালের ১৬ আইন কিম্বা ১৮৬৬ সালের ২০ আইন প্রবল হইয়া থাকে, তবে রেজিষ্টরী না করা এই কথাতে সেই আইনমতে রেজিষ্টরী না করা বুঝাইবে। উক্ত দলীল যদি ১৮৭১ সালের জুলাই মাসের প্রথম দিনের পর সম্পাদন হইয়া থাকে, তবে ১৮৭১ সালের ৮ আইন বা এই আইন মতে রেজিষ্টরী না করা বুঝাইবে।

# একাদশ ভাগ।

## রেজিষ্টরী কার্য্যকারকদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্মের ও ক্ষমতার বিধি।

## (ক) রেজিষ্টরী বহী ও সূচীপত্র সম্পর্কীয় বিধি।

নানা কার্য্যালয়ে যে যে রেজিষ্টরী বহী রাখিতে হইবে, তাহার কথা।

৫১ ধারা। নিম্নলিখিত বহী নিম্নলিখিত নানা কার্য্যালয়ে রাখিতে হইবে, বিশেষতঃ রেজিষ্টরী সকল আফিসে,

১ নং বহী।—স্থাবর সম্পত্তি বিষয়ক উইল ভিন্ন দলীলের রেজিষ্টর।

২ নং বহী।—রেজিষ্টরী করিতে অস্বীকার করিবার লিপি পুস্তক।

৩ নং বহী।—উইলের ও পোষ্যপুত্র গ্রহণের অনুমতিপত্রের রেজিষ্টর।

৪ নং বহী।—বিবিধ রেজিষ্টর। ও

৫ নং বহী।—গচ্ছিত উইলের রেজিষ্টর।

রেজিষ্টরদের আফিসে রাখিতে হইবে।

স্থাবর সম্পত্তি বিষয়ক উইল ভিন্ন যে সকল দলীল কি মর্ম্মাত্মকপত্র ১৭ ও ১৮ ও ৮৯ * ধারামতে রেজিষ্টরী করা যায়, তাহা ১নং বহীতে লিখিত বা অর্পিত হইবে।

১৮ ধারার [ঘ] ও [চ] প্রকরণমতে রেজিষ্টরী করা যে সকল দলীল স্থাবরসম্পত্তি সম্পর্কীয় হয় তাহা ৪নং বহীতে লিখিতে হইবে।

সব-রেজিষ্টরের আফিস রেজিষ্টরের আফিসের সহিত যুক্ত হইয়া এক করা গেলে তাহাতে এক এক প্রস্থ বহীর অধিক রাখা প্রয়োজন, এই ধারার পূর্ব্বভাগের কোন কথায় এমত জ্ঞান করিতে হইবে না।

দলীল আনা গেলে তাহার পৃষ্ঠলিপির কথা।

ও দলীলের নিমিত্ত প্রমাণের কথা।

রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্ত গ্রাহ্য হইলে তাহার নকল করিবার কথা।

৫২ ধারা। রেজিষ্টরী করিবার জন্যে যে দলীল আনা যায়, সেই দলীল উপস্থিত করণ-

* ১৮৭৯ সালের ১২ আইনের ২০৫ ধারাক্রমে ৮৭ অঙ্কের পরিবর্ত্তে বসান হইয়াছে।

কালে তাহার পৃষ্ঠে উপস্থিত করিবার দিন ও ঘণ্টা ও স্থান লিখিতে হইবে, ও তদুপস্থিতকারী প্রত্যেক ব্যক্তির তাহাতে স্বাক্ষর করিতে হইবে। যে ব্যক্তি ঐ দলীল আনেন, রেজিষ্টরী কার্য্যকারক তাহাকে ঐ দলীলের রসিদ দিবেন।

রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্ত গ্রাহ্য হইলে তাহা নকল করিবার কথা।

এবং ৬২ ধারার বিধান প্রবল মানিবা তদ্রূপ প্রত্যেক দলীল যে ক্রমে আনা যায়, অনাবশ্যক বিলম্ব না করিয়া ঐ দলীলের প্রতিলিপি করিবার উপযুক্ত পুস্তকে সেই ক্রমানুসারে তাহার প্রতিলিপি করিতে হইবে।

ইনস্পেক্টর জেনেরল সাহেব সময়ে সময়ে যে যে কাল নিরূপণ করেন ও যে যে নিয়ম করেন, উক্ত সকল বহী সেই সেই কালে ও সেই সেই নিয়মমতে যথার্থ বলিয়া স্বাক্ষরিত হইবে

বহির লিখিত ভিন্ন ভিন্ন সকল কথায় আনুক্রমিক নম্বর দিবার কথা।

৫৩ ধারা। প্রতি বৎসরের আরম্ভাবধি শেষ পর্য্যন্ত উক্ত প্রত্যেক বহির লিখিত দলীলের ক্রমশঃ একাদি নম্বর দেওয়া যাইবে। প্রতি ব সরের আরম্ভে এক নম্বর আরম্ভ হইবে।

প্রচলিত সূচিপত্র ও তল্লিখিত বিষয়ের কথা।

৫৪ ধারা। পূর্ব্বলিখিত বহী যে সকল কার্য্যালয়ে থাকে, সেই কার্য্যালয়ে সেই পুস্তকের লিখিত সকল কথার তৎকালীন সূচীপত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইবে। এবং রেজেষ্টরী কার্য্যকারক কোন দলীলের প্রতিলিপি করিলে, কিম্বা মর্ম্মাত্মক পত্র অর্পণ করিলে পর, ঐ দলীল বিষয়ক সূচীপত্র সাধ্যমতে তৎকালেই লিখিতে হইবে।

রেজিষ্টরী কার্য্যকারকদের দ্বারা সেই সূচীপত্র প্রস্তুত হইবার কথা।

৫৫ ধারা। সকল রেজিষ্টরী আফিসে তদ্রূপ চারিখানি সূচীপত্র প্রস্তুত করা যাইবে, তাহা ১ নং সূচীপত্র ও ২ নং সূচীপত্র ও ৩ নং সূচীপত্র ও ৪ নং সূচীপত্র নামে খ্যাত হইবে।

১ নং বহীতে যে যে দলীলের প্রতিলিপি করা যায়, যে যে মর্ম্মাত্মক পত্র অর্পিত হয়, যে যে ব্যক্তি তাহা সম্পাদন করেন এবং তদনুসারে যে যে ব্যক্তি দাওয়া রাখেন, ১ নং সূচীপত্রে তাহাদের নাম ও উপরি বর্ণনা লিখিতে হইবে।

ইন্স্পেক্টর জেনেরল সাহেব সময়ে সময়ে উক্ত প্রত্যেক দলীল ও মর্ম্মাত্মকপত্র বিষয়ে ২১ ধারার লিখিত যে যে বর্ণনা লিখিতে আদেশ করেন, তাহা ২ নং সূচীপত্রে লিখিতে হইবে।

৩ নং বহীতে যে যে উইল ও অনুমতিপত্র লেখা গেল, ৩ নং সূচীপত্রে ঐ উইলের ও অনুমতিপত্রের সম্পাদকের, ও তৎক্রমে কার্য্যসাধক বলিয়া ও অন্য যে ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করা গেল, তাহাদের ও উইল-সম্পাদকের কিম্বা অনুমতিপত্রদাতার মরণের (পূর্ব্বে নয়) পরে ঐ ঐ পত্রানুসারে দাওয়াদার প্রত্যেক ব্যক্তির নাম ও উপরি বর্ণনা লিখিতে হইবে।

৪ নং বহীতে যে যে দলীলের প্রতিলিপি করা যায়, তাহা যে ব্যক্তিরা সম্পাদন করেন ও তদনুসারে যে সকল ব্যক্তি দাওয়া রাখেন, ৪ নং সূচীপত্রে তাহাদের নাম ও উপরি বর্ণনা লিখিতে হইবে।

সূচীপত্রে অন্য অন্য বর্ণনা লিখিবার কথা।

ইন্স্পেক্টর জেনেরল সাহেব সময়ে সময়ে উক্ত ১ ও ২ ও ৩ ও ৪ নং সূচীপত্রে অন্য যে

বর্ণনা লিখিতে আদেশ করেন, তাহাও তিনি যে পাঠ নিরূপণ করেন, সেই পাঠ লিখা হইবে।

১ ও ২ ও ৩ নং সূচীপত্রে যে কথা লেখা থাকে, তাহার প্রতিলিপি রেজিষ্টারের নিকটে সবরেজিষ্টরের পাঠাইবার কথা।

৫৬ ধারা। ইন্‌স্পেক্টর জেনেরল সাহেব সময়ে সময়ে যে যে সময় নিরূপণ করেন, সব-রেজিষ্টার সেই সেই সময় ব্যবধানকালে ১ ও ২ ও ৩ নং সূচীপত্রে যে সকল কথা লেখেন, তিনি যে রেজিষ্টারের অধীন হন, তাঁহার নিকটে সেই সেই সময়ে তাহার এক কেতা প্রতিলিপি প্রেরণ করিবেন।

রেজিষ্টারের কার্য্যালয়ে প্রতিলিপি রাখিবার কথা।

রেজিষ্টার সেই প্রতিলিপি পাইলে আপনার আফিসে গাঁথিয়া রাখিবেন।

কোন কোন রেজিষ্টরী বহী ও সূচীপত্র দৃষ্টি করিতে রেজিষ্টরী কর্ম্মকারকদের অনুমতি দিবার এবং তল্লিখিত কথার সংসিদ্ধ প্রতিলিপি দিবার কথা।

৫৭ ধারা। রেজিষ্টরী বহী দৃষ্টি করিবার জন্যে যত ফী লাগে, কোন ব্যক্তি তাহা অগ্রিম দিয়া ১ ও ২ নং বহির সূচীপত্র দেখিতে প্রার্থনা করিলে, তাহা কোন সময়ে অবাধিত রূপে দেখিতে পাইবেন। এবং ঐ রেজিষ্টরী বহির লিখিত কোন কথার প্রতিলিপি প্রার্থনা করিলে, ৬২ ধারার বিধানের বশে তাহাকে ঐ প্রতিলিপি দেওয়া যাইতে পারিবে।

৩ নং বহিতে ও তৎসম্পর্কীয় চুক্তিপত্রে যে যে কথা লেখা আছে, যাহারা ঐ কথার উল্লিখিত দলীল সম্পাদন করিলেন, তাহাদিগকে কিম্বা তাহাদের সপক্ষ কর্ম্মকারকদিগকে ও সেই সেই দলীল সম্পাদকের মৃত্যুর (পূর্ব্বে নয়) পরে ঐ নকল পাইবার প্রার্থক কোন ব্যক্তিকে সেই বিধান প্রবল মানিয়া ঐ ঐ নকল দেওয়া যাইবে।

৪ নম্বরের বহির এবং তৎসম্পর্কীয় সূচীপত্রের লিখিত কথা যে দলীল সম্পর্কীয় হয়, সেই দলীলসম্পাদক কিম্বা তদনুসারে দাওয়াদার কোন ব্যক্তিকে কিম্বা তাহার সপক্ষ কর্ম্মকারককে কি স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে সেই বিধানানুসারে ঐ ঐ বহির ও সূচীপত্রের কথার প্রতিলিপি দেওয়া যাইতে পারিবে। এই ধারামতে ৩ ও ৪ নং বহিতে সেই লিখিত কথার যে অন্বেষণ করা প্রয়োজন হয়, কেবল রেজিষ্টরী কার্য্যকারক তাহা করিবেন।

এই ধারামতে যে সকল প্রতিলিপি দেওয়া যায়, তাহা রেজিষ্টরী কার্য্যকারক দ্বারা স্বাক্ষরিত ও মোহরাঙ্কিত হইবে ও তাহা মূল দলীলের অন্তর্গত কথার প্রমাণস্বরূপে গ্রাহ্য হইবে।

## (খ) রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্ত গ্রাহ্য হইলে কার্য্যপদ্ধতির বিধি।

রেজিষ্টরী করিবার জন্যে যে দলীল গ্রাহ্য হয়, তাহার পৃষ্ঠে লিখিতব্য কথা।

৫৮ ধারা। ডিক্রীর কি আজ্ঞার প্রতিলিপি "কিম্বা ৮৯ ধারামতে রেজিষ্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট যে কোন নকল পাঠান যায়।" করিবার জন্যে গ্রাহ্য হইলে তাহার পৃষ্ঠে সময়ে সময়ে পশ্চাৎ লিখিত কথা লিখিতে হইবে।

(ক) যে ব্যক্তিরা ঐ দলীল সম্পাদন করা স্বীকার করেন, তাহাদের প্রত্যেক জনের স্বাক্ষর ও উপরি বর্ণনা। কোন ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত কি এসাইনী কি মোক্তার ঐ দলীল সম্পাদন করা স্বীকার করিলে সেই স্থলাভিষিক্তের কি এসাইনীর কি মোক্তারের স্বাক্ষর ও উপরি বর্ণনা।

(খ) এই আইনের কোন বিধানমতে সেই দলীল সম্পর্কে যে যে ব্যক্তির পরীক্ষা করা যায় তাহাদের স্বাক্ষর ও উপরি বর্ণনা।

(গ) ঐ দলীল সম্পাদন করণ সম্পর্কে রেজিষ্টরী কার্য্যকারকের সাক্ষাৎ টাকা কি দ্রব্যাদি দেওয়া গেলে এবং সেই সম্পাদন সম্পর্কে তাহার সাক্ষাৎ সম্পূর্ণ পারিতোষিক কি একাংশের প্রাপ্তিস্বীকার হইলে তাহা।

কোন ব্যক্তি দলীল করিয়াছি স্বীকার করিয়াও তাহার পৃষ্ঠলিপি করিতে অস্বীকার করিলে, রেজিষ্টরী কার্য্যকারক তাহা রেজিষ্টরী করিবেন, কিন্তু ঐ ব্যক্তি অস্বীকার করিলেন, এই মর্ম্মের কথা সেই সময়ে ঐ দলীলের পৃষ্ঠে লিখিবেন।

পৃষ্ঠলিপির সেই কথায় রেজিষ্টরী কার্য্যকারকের তারিখ লিখিবার ও
স্বাক্ষর করিবার কথা।

৫৯ ধারা। ৫২ ও ৫৮ ধারার লিখিতমতে রেজিষ্টরী কার্য্যকারকের সাক্ষাৎ একই দিনে একই দলীলসম্পর্কীয় যত পৃষ্ঠলিপি করা যায় ঐ কার্য্যকারক সেই সকল পৃষ্ঠলিপিতে লিখিয়া স্বাক্ষর করিবেন।

দলীল রেজিষ্টরী করা গেল, এই কথার এবং প্রতিলিপি যে বহির যে পৃষ্ঠায়
যে নম্বর দিয়া লেখা যায়, তাহার সার্টিফিকেটের কথা।

৬০ ধারা। রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্ত উপস্থিত করা কোন দলীলের প্রতি ৩৪ ও ৩৫ ও ৫৮ ও ৫৯ ধারার যে যে বিধান খাটে, সেই সেই বিধানানুযায়ী কার্য্য সমাধা হইলে, রেজিষ্টরী কার্য্যকারক ঐ দলীলের পৃষ্ঠে রেজিষ্টার এই শব্দ সম্বলিত সার্টিফিকেট লিখিবেন এবং যে বহিতে দলীলের প্রতিলিপি করা গেল, সেই বহির নম্বর ও পৃষ্ঠা লিখিবেন,

রেজিষ্টরী কার্য্যকারক ঐ সার্টিফিকেটে স্বাক্ষর করিয়া মোহর দিয়া তারিখ লিখিবেন, পরে ঐ দলীল এই আইনের বিধানমতে উপযুক্তরূপে রেজিষ্টরী করা গেল ও ৫৯ ধারার উল্লিখিত পৃষ্ঠলিপিতে যে যে বৃত্তান্ত লেখা আছে, তাহা তদনুযায়ী যথার্থই হইয়াছে, সেই সার্টিফিকেট ইহার প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইবে।

পৃষ্ঠলিপির ও সার্টিফিকেটের প্রতিলিপি করিবার কথা।

৬১ ধারা। তৎপরে রেজিষ্টরী বহির পৃষ্ঠার পার্শ্বভাগে ৫৯ ও ৬০ ধারার লিখিত ও উল্লিখিত পৃষ্ঠলিপির ও সার্টিফিকেটের প্রতিলিপি করিতে হইবে, এবং ২১ ধারার যে ম্যাপের কি নক্সার কথা আছে, তাহার প্রতিলিপি দেওয়া গেলে তাহাও ১ নং বহিতে দেওয়া যাইবে।

দলীল ফিরিয়া দিবার কথা।

তাহা হইলে পর দলীলের রেজিষ্টরী কার্য্য সমাপ্ত হইল জ্ঞান হইবে। ও যে ব্যক্তি তাহা রেজিষ্টরী করিবার জন্যে আনিলেন, তাহাকে ঐ দলীল ফিরিয়া দেওয়া যাইবে, কিম্বা তিনি

যদি ৬২ ধারার লিখিত রসীদে ঐ দলীল গ্রহণার্থে অন্য ব্যক্তির নাম লিখিয়া দেন,তবে তাঁহাকে দেওয়া যাইবে।

রেজিষ্টরী কার্য্যকারকের অবিদিত ভাষায় দলীল উপস্থিত করা গেলে,

যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৬২ ধারা। কোন দলীল ১৯ ধারামতে রেজিষ্টরী হইবার জন্যে উপস্থিত করা গেলে, মূল পত্রের মর্ম্ম বিবেচনায় তাহা যে বহীতে লেখা উচিত, সেই বহীতে ঐ দলীলের অনুবাদের প্রতিলিপি করা যাইবে এবং ১৯ ধারার উল্লিখিত প্রতিলিপির সহিত রেজিষ্টরী আফিসে গাঁথিয়া রাখা যাইবে।

৫৯ ও ৬০ ধারামতে যে পৃষ্ঠলিপির ও সার্টিফিকেটের কথা আছে, তাহা মূল পত্রের পৃষ্ঠে লেখা যাইবে। এবং ৫৭, ৬৪, ৬৫ ও ৬৬ ধারাতে অন্য যে প্রতিলিপি ও মর্ম্মাত্মক পত্র করিবার আদেশ আছে, তাহা করিবার জন্যে ঐ অনুবাদ মূল দলীলের তুল্য জ্ঞান হইবে।

শপথ করাইবার ক্ষমতার কথা।

৬৩ ধারা। প্রত্যেক রেজিষ্টরী কার্য্যকারক এই আইনের বিধানমতে কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য লওন সময়ে বিহিত বোধ করিলে, তাহাকে শপথ করাইতে পারিবেন।

বর্ণনাপত্রের মর্ম্ম লিপিবদ্ধ করিবার কথা।

আরও তদ্রূপ প্রত্যেক ব্যক্তি যে কথা কহেন, তিনি বিহিত বোধ করিলে সেই কথার মর্ম্ম লিপিবদ্ধ করিবেন, ও ঐ ব্যক্তির নিকটে সেই কথা পাঠ করা যাইবে। যদি সেই ব্যক্তির অবিদিত ভাষায় লেখা গিয়া থাকে, তবে তিনি যে ভাষা জানেন, সেই ভাষায় তাহার নিকটে অর্থ করিয়া দেওয়া যাইবে। ও তিনি সেই মর্ম্মের লিপি শুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিলে রেজিষ্টরী কার্য্যকারক তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

সেই মর্ম্মলিপি তদ্রূপে স্বাক্ষরিত হইলে, তাহা ঐ লিপির প্রকাশিত ব্যক্তি দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছিল ও ঐ লিপির প্রকাশগতিকে করা গিয়াছিল, ঐ লিপি ইহার প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইবে।

## (গ) সব-রেজিষ্টারের বিশেষ কর্ম্মের বিধি।

যে ভূমি অনেক সব-ডিষ্ট্রীক্টের মধ্যে থাকে, তদ্বিষয়ক দলীল রেজিষ্টরী করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৬৪ ধারা। কোন সব-রেজিষ্টারের নিজ সব-ডিষ্ট্রীক্টের মধ্যে যে স্থাবর সম্পত্তির সমুদয়াংশ না থাকে, তিনি উইল ভিন্ন তদ্বিষয়ক অন্য দলীল রেজিষ্টরী করিলে উক্ত কথার এবং ঐ দলীলের পৃষ্ঠলিপি ও সার্টিফিকেট থাকিলে তাহার মর্ম্মাত্মক পত্র লিখিয়া, আপনি যে রেজিষ্টারের অধীন হন, ঐ সম্পত্তির কোন অংশ সেই রেজিষ্টারের অধীন অন্য যে সকল সব-রেজিষ্টারের সব-ডিষ্ট্রীক্টের মধ্যে থাকে, তাঁহাদের প্রত্যেক জনের নিকট পাঠাইবেন। ও সেই প্রত্যেক সব-রেজিষ্টার আপনার ১ নং বহিতে ঐ মর্ম্মাত্মক পত্র অর্পণ করিবেন।

যে ভূমি অনেক জিলার অন্তর্গত থাকে, তৎসম্পর্কীয় দলীল হইলে তদ্বিষয়ক কার্য্য প্রণালীর কথা।

৬৫ ধারা। যে স্থাবর সম্পত্তি দুই কি তদধিক ডিষ্ট্রীক্টের অন্তর্গত থাকে, সবরেজিষ্টার তৎসম্পর্কীয় উইল ভিন্ন অন্য দলীল রেজিষ্টরী করিলে, আপনার সবডিষ্ট্রীক্ট যে ডিষ্ট্রীক্টের মধ্যে থাকে, তদ্ভিন্ন ঐ সম্পত্তির কোন অংশ অন্য যে যে ডিষ্ট্রীক্টে থাকে, তাহার রেজিষ্টারের নিকট তিনি ঐ দলীলের ও তৎপৃষ্ঠলিপির ও সার্টিফিকেট থাকিলে তাহার প্রতিলিপি এবং ২১ ধারার লিখিত ম্যাপ কি নক্‌সা থাকিলে তাহার প্রতিলিপি প্রেরণ করিবেন।

রেজিষ্টার তাহা পাইয়া আপনার ১ নং বহীতে ঐ দলীলের প্রতিলিপি, এবং ম্যাপ কি নক্‌সা পাইলে তাহাও অর্পণ করিয়া আপনার অধীন যে যে সবরেজিষ্টারের সবডিষ্ট্রীক্টের মধ্যে ঐ সম্পত্তির কোন অংশ থাকে, তাহাদের প্রত্যেক জনের নিকটে ঐ দলীলের মর্ম্মাত্মকপত্র পাঠাইবেন। প্রত্যেক সবরেজিষ্টার ঐ মর্ম্মাত্মকপত্র প্রাপ্ত হইয়া আপনার ১ নং বহিতে অর্পণ করিবেন।

## (ঘ) রেজিষ্টারের বিশেষ কর্ম্মের বিধি।

অস্থাবর বিষয়ক দলীল রেজিষ্টরী করিলে ইতিকর্ত্তব্যতার কথা।

৬৬ ধারা রেজিষ্টার উইল ভিন্ন স্থাবর সম্পত্তি বিষয়ক কোন দলীল রেজিষ্টরী করিলে পর ঐ সম্পত্তির কোন অংশ আপনার অধীন যে প্রত্যেক সবরেজিষ্টারের সবডিষ্ট্রীক্টে থাকে, তাহাদের প্রত্যেক জনের নিকটে ঐ দলীলের মর্ম্মাত্মক পত্র পাঠাইবেন।

অন্য যে রেজিষ্টারের ডিষ্ট্রীক্টের মধ্যে ঐ সম্পত্তির কোন অংশ থাকে, তাঁহার নিকটেও তিনি ঐ দলীলের প্রতিলিপির, ও ২১ ধারার লিখিত ম্যাপ কি নক্‌সা থাকিলে, তাহাও পাঠাইবেন।

সেই রেজিষ্টার ঐ প্রতিলিপি প্রাপ্ত হইলে, আপনার ১ নং বহিতে তাহা অর্পণ করিয়া আপনার অধীন যে যে সবরেজিষ্টারের সবডিষ্ট্রীক্টের মধ্যে ঐ সম্পত্তির কোন অংশ থাকে, তাহাদের নিকট ও ঐ প্রতিলিপির মর্ম্মাত্মক পত্র পাঠাইবেন।

প্রত্যেক সবরেজিষ্টার এই ধারামতে কোন মর্ম্মাত্মক পত্র প্রাপ্ত হইলে, আপনার ১ নং বহিতে তাহা অর্পণ করিবেন।

৩০ ধারার (খ) প্রকরণমতে রেজিষ্টরী করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৬৭ ধারা। ৩০ ধারার (খ) প্রকরণমতে কোন দলীল রেজিষ্টরী করা গেলে, ঐ দলীল যে সম্পত্তি সম্পর্কীয় হয়, সেই সম্পত্তির কোন অংশ যে রেজিষ্টারের ডিষ্ট্রীক্টের মধ্যে থাকে, তাঁহার নিকট ঐ দলীলের ও তাহার পৃষ্ঠলিপির ও তদ্বিষয়ক সার্টিফিকেটের প্রতিলিপি পাঠান যাইবে। ঐ রেজিষ্টার ঐ প্রতিলিপি পাইলে ৬৬ ধারার ১ প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট প্রণালীমতে কার্য্য করিবেন।

## (চ) রেজিষ্টারদিগের ও ইন্‌স্পেক্টর জেনেরলদিগের তত্ত্বাবধানের ক্ষমতার বিধি।

সবরেজিষ্ট্রারদিগের উপর রেজিষ্টারের তত্ত্বাবধান ও কর্ত্তৃত্ব করিবার কথা।

৬৮ ধারা। যে সবরেজিষ্টারের আফিস যে ডিষ্ট্রীক্টের মধ্যে থাকে, তিনি সেই ডিষ্ট্রীক্টের রেজিষ্টারের তত্ত্ব ও কর্ত্তৃত্বাধীনে আপন পদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিবেন।

রেজিষ্টারের অধীনে কোন সবরেজিষ্টার যে কার্য্য করেন, কি যে কর্ত্তব্য না করেন, তৎসম্পর্কে কিম্বা যে বহিতে কি যে আফিসে দলীল রেজিষ্টরী করা যায়, তৎসম্পর্কীয় কোন ভ্রম সংশোধনার্থে রেজিষ্টার (অভিযোগ প্রাপণপূর্ব্বক কি অন্য কারণে) যে আজ্ঞা আবশ্যক জ্ঞান করেন, এই আইনের সঙ্গত এমত কোন আজ্ঞা করিতে ক্ষমতাপন্ন আছেন।

ইন্‌স্পেক্টর জেনেরলের রেজিষ্টরী আফিসের তত্ত্বাবধারণ করিবার ও বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।

৬৯ ধারা। ইন্‌স্পেক্টর জেনেরল সাহেব সাধারণ মতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের শাসিত দেশান্তর্গত সকল রেজিষ্টরী আফিসের তত্ত্বাবধারণ করিবেন। এবং পশ্চাৎ লিখিত বিষয়ে সময়ে সময়ে এই আইনের সঙ্গত বিধি করিতে পারিবেন।

বহি ও কাগজপত্র ও দলীল নির্ব্বিঘ্নে রক্ষা করিবার এবং যে যে বহি ও কাগজপত্র ও দলীল আর রাখিবার আবশ্যক না হয়, তাহা নষ্ট করিবার বিধি।

প্রত্যেক জিলায় যে ভাষা চলিত বলিয়া জ্ঞান হইবে, তাহা নিরূপণার্থ বিধি।

যে যে প্রদেশ ২১ ধারামতে স্বীকৃত হইবে, তাহা অবধারণ করিবার বিধি।

২৪ ও ৩৪ ধারামতে যে যে দণ্ড ধার্য্য হইবে, তাহার বিধান করিবার বিধি।

৬৩ ধারামতে রেজিষ্টারী কার্য্যকারকের প্রতি স্বীয় বিবেচনামতে কার্য্য করিবার যে ক্ষমতা অর্পণ করা গেল, তদনুযায়ী কার্য্যের বিধান।

রেজিষ্টরী কার্য্যকারকেরা যে পাঠানুসারে দলীলের মর্ম্মাত্মকপত্র লিখিবেন তাহার বিধান।

৫১ ধারামতে রেজিষ্টারেরা ও সব রেজিষ্টারেরা আপন আপন আফিসে যে যে বহি রাখেন, তাহাতে তাঁহারা যথার্থ বলিয়া কিরূপে স্বাক্ষর করিবেন, ইহার বিধান।

১ ও ২ ও ৩ ও ৪ নম্বরের সূচিপত্রে যে যে বর্ণনা লিখিতে হইবে, তাহা নির্দ্দেশ করণার্থ বিধি।

### রেজিষ্টরী আফিসে যে যে দিনে ছুটি হইবে তাহার বিধি।

এবং সাধারণ্যে আপনার অধীন রেজিষ্টার ও সবরেজিষ্টারদিগের কার্য্য সম্পাদনের বিধান করিতে পারিবেন।

তদ্রূপ প্রণীত বিধি স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনার্থে অর্পিত হইবে, ও অনুমোদিত হইলে পর রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে, তাহা হইতে এই আইনের অন্তর্গত হওয়ার তুল্য বলবৎ হইবে।

অর্থদণ্ড করিবার ক্ষমতার কথা।

৭০ ধারা। ২৪ বা ৩৪ ধারামতে যে অর্থদণ্ড আদায় করা যায় এবং রেজিষ্টরী করিবার উপযুক্ত যত টাকা ফি লাগে, এই দুয়ের যত বিশেষ হয়, ইন্‌স্পেক্টর জেনেরল সাহেব আপনার বিচারমতে তৎসমুদয় কিম্বা তাহার কিয়দংশ ক্ষমা করিতে পারিবেন।

# দ্বাদশ ভাগ।

## রেজিষ্টরী করিবার অস্বীকারের বিধি।

রেজিষ্টরী না করিবার হেতু লিপিবদ্ধ করিতে হইবার কথা।

৭১ ধারা। যে সম্পত্তি লইয়া দলীল হয়, তাহা রেজিষ্টরী কার্য্যকারকের সংরেজিষ্টরী ডিষ্ট্রীক্টের মধ্যে নয় বলিয়া তিনি ঐ দলীল রেজিষ্টরী করিতে অস্বীকার করিলে,

তদ্রূপ অস্বীকারসূচক আজ্ঞা করিয়া আপনার ২ নং বহিতে ঐ আজ্ঞা করিবার হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া, সেই দলীলের পৃষ্ঠে "রেজিষ্টরী করিতে অসম্মত" এই কথা লিখিবেন। ঐ দলীল সম্পাদক কিম্বা তৎক্রমে দাওয়াদার কোন ব্যক্তি প্রার্থনা করিলে, রেজিষ্টার অনাবশ্যক বিলম্ব না করিয়া তাঁহাকে সেই লিপিবদ্ধ হেতুর প্রতিলিপি দিবেন।

নিম্নলিখিত বিধানানুসারে উক্ত পৃষ্ঠলিপিযুক্ত দলীল রেজিষ্টরী করিবার আজ্ঞা না হইলে ও যতকাল না হয়, রেজিষ্টরার কোন কার্য্যকারক তৎকালে রেজিষ্টরী করিবার জন্যে ঐ দলীল গ্রাহ্য করিবেন না।

সব-রেজিষ্টারের রেজিষ্টরী করিতে অস্বীকারসূচক আজ্ঞা রেজিষ্টার কর্তৃক পরিবর্ত্তিত কি সংশোধিত হইতে পারিবার কথা।

৭২ ধারা। স্বাক্ষর করি নাই এই মর্ম্মের কথা হেতুক রেজিষ্টরী করিতে অসম্মত হওয়ার স্থল ভিন্ন, কোন দলীল রেজিষ্টার করা আবশ্যক কিম্বা কার্য্য হইলেও যদি সব রেজিষ্টার তাহা রেজিষ্টরী করণার্থে গ্রাহ্য করিবার অস্বীকারসূচক আজ্ঞা করিতে থাকেন, তবে তিনি যে রেজিষ্টারের অধীন হন, তাঁহার নিকটে ঐ আজ্ঞার তারিখ অবধি ত্রিশ দিনের মধ্যে ঐ আজ্ঞার উপর আপীল হইতে পারিবে এবং রেজিষ্টার সেই আজ্ঞা পরিবর্ত্তন কি সংশোধন করিতে পারিবেন।

রেজিষ্টারের আজ্ঞাক্রমে ঐ দলীল রেজিষ্টরী করিবার আদেশ থাকিলে ও সেই আজ্ঞা হওয়ার পর ত্রিশ দিনের মধ্যে রেজিষ্টরী করিবার জন্যে ঐ দলীল নিয়মিতরূপে উপস্থিত করা গেলে, সব-রেজিষ্টার সেই আজ্ঞা পালন করিবেন, তাহা হইলে তিনি যতদূর পারেন, ততদূর ৫৮ ও ৫৯ ও ৬০ ধারার নির্দ্ধারিত প্রণালীমতে কার্য্য করিবেন। ও সেই দলীল যেন রেজিষ্টরী করিবার জন্যে প্রথমে নিয়মিত রূপে উপস্থিত করণকালে রেজিষ্টরী করা গেলে ঐ রেজিষ্টরী কার্য্য এমতে প্রবল হইবে।

দলীলে স্বাক্ষর করি নাই, এই কথা প্রযুক্ত সব-রেজিষ্টার রেজিষ্টরী করিতে অসম্মত হইলে, প্রার্থনাপত্রের কথা।

৭৩ ধারা। দলীল দৃষ্টে তাহা যে ব্যক্তির সম্পাদিত হইল বলিয়া বোধ হয়, সেই ব্যক্তি বা তাহার স্থলাভিষিক্ত বা এসাইনী তাহা সম্পাদন করেন নাই বলা প্রযুক্ত সব-রেজিষ্টার ঐ দলীল রেজিষ্টরী করিতে অসম্মত হইলে,

সেই অসম্মতিসূচক আজ্ঞা করা গেলে পর ত্রিশ দিনের মধ্যে সেই দলীল ক্রমে কোন দাওয়াদার কিম্বা তদীয় স্থলাভিষিক্ত কি এসাইনী কি পূর্ব্বোক্তমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোক্তার সেই দলীল রেজিষ্টর করাইবার স্বত্ব স্থাপন করণার্থে, ঐ সবরেজিষ্টার যে রেজিষ্টারের অধীন হন, তাহার নিকট প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

ঐ প্রার্থনাপত্র লিখিয়া দিতে হইবে, ও তৎসঙ্গে ৭১ ধারামত লিপিবদ্ধ হেতুর প্রতিলিপি দেওয়া যাইবে, এবং আইনক্রমে যদ্রূপে আবেদনপত্রের সত্যাকরণ কথা লিখিতে হয়, প্রার্থক তদ্রূপে সেই পত্র লিখিতে বর্ণনার সত্যাকরণ কথা লিখিবেন।

ঐ প্রার্থনাপত্র পাইলে রেজিষ্টারের ইতিকর্ত্তব্যতার কথা।

৭৪ ধারা। তদ্রূপ স্থলে, এবং রেজিষ্টরী করিবার জন্যে রেজিষ্টারের নিকট দলীল উপস্থিত করা গেলে, পূর্ব্বোক্তমতে স্বাক্ষর না করার কথা হওন স্থলেও তিনি সুবিধামতে ত্বরায় এই এই বিষয়ের অনুসন্ধান লইবেন,

(ক) দলীল সম্পাদন করা গিয়াছে কি না।

(খ) যে যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে, প্রার্থক কিম্বা বিষয়বিশেষে দলীল রেজিষ্টরী করণার্থ উপস্থিতকারী ব্যক্তি সেই সেই আইনের বিধানমতে কার্য্যে করাতে সেই দলীল রেজিষ্টরী করিবার যোগ্য হইল কি না।

রেজিষ্টরী করিবার আজ্ঞা ও তৎসম্পর্কীয় কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৭৫ ধারা। সেই দলীল সম্পাদন করা গিয়াছে ও উক্ত আইনের আদেশানুসারে কার্য্য হইয়াছে, রেজিষ্টার ইহা নির্ণয় করিলে সেই দলীল রেজিষ্টরী করিবার আজ্ঞা করিতে পারেন,

সেই আজ্ঞা হইলে পর ত্রিশ দিনের মধ্যে সেই দলীল রেজিষ্টরী করিবার জন্যে নিয়মিত রূপে উপস্থিত করা গেলে রেজেষ্টরী কার্য্যকারক ঐ আজ্ঞামতে কর্ম্ম করিবেন। এমত স্থলে ৫৮ ও ৫৯ ও ৬০ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রণালীমতে যতদূর পারেন ততদূর কার্য্য করিবেন।

ঐ দলীল রেজিষ্টরী করিবার জন্যে প্রথমে নিয়মিত রূপে উপস্থিত করণকালেই রেজিষ্টরী করা গেলে যে ফল হইত, ঐ আজ্ঞানুসারে রেজিষ্টরী করার সেই ফল হইবে।

রেজিষ্টার ৭৪ ধারামত কোন অনুসন্ধান লওয়ার জন্যে দেওয়ানী আদালতের ন্যায় সাক্ষীদের নামে সমন দিয়া তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক উপস্থিত করাইতে ও বলক্রমে তাহাদের সাক্ষ্য লইতে পারিবেন, ও তদ্রূপ অনুসন্ধান লওয়ার সমুদয় খরচ কিম্বা তাহার কোন অংশ যাহার দিতে হইবে ইহারও আদেশ করিতে পারিবেন, এবং দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনমত মোকদ্দমায় ঐ খরচার আজ্ঞা হইলে তাহার ন্যায় আদায় করা যাইতে পারিবে।

রেজিষ্টার অসম্মত হইলে তদ্বিষয়ক কথা।

৭৬ ধারা। (ক) যে সম্পত্তি লইয়া দলীল হইয়াছে, তাহা রেজিষ্টারের ডিষ্ট্রীক্টের অন্তর্গত নয়, কিম্বা দলীলখানি সব-রেজিষ্টারের আফিসে রেজিষ্টরী করা কর্ত্তব্য, এই এই কারণ ভিন্ন রেজিষ্টরি করিতে অসম্মত হইলে কিম্বা,

(খ) ৭২ কি ৭৫ ধারামতে দলীল রেজিষ্টরী করিবার আজ্ঞা করিতে অসম্মত হইলে, তিনি সেই অসম্মতিসূচক আজ্ঞা করিয়া আপনার ২ নং বহিতে ঐ আজ্ঞার হেতুর লিপিবদ্ধ করিবেন, ও যে ব্যক্তি ঐ দলীলে স্বাক্ষর করিলেন, তিনি কিম্বা ঐ দলীলমতে দাওয়াদার কোন ব্যক্তি প্রার্থনা করিলে, তিনি অনাবশ্যক বিলম্ব না করিয়া তাঁহাকে ঐ লিপিবদ্ধ হেতুর নকল দিবেন, এই কিম্বা ৭২ ধারামতে যে আজ্ঞা করা যায়, তাহার উপর আপীল নাই।

অসম্মত হইলে মোকদ্দমার কথা।

৭৭ ধারা। রেজিষ্টার ৭২ কি ৭৬ ধারামতে দলীল রেজিষ্টরী করিবার আজ্ঞা দিতে অসম্মত হইন, ঐ দলীলমত কোন দাওয়াদার কিম্বা তাঁহার স্থলাভিষিক্ত কি এসাইনী কি তৎপক্ষে কর্ম্মকারক ঐ অসম্মতিসূচক আজ্ঞা হওয়ার পর ত্রিশ দিনের মধ্যে, দলীল যে আফিসে রেজিষ্টরী করিতে চেষ্টা হইয়াছিল, সেই আফিস যে দেওয়ানী আদালতের আদৌ মোকদ্দমার বিচার করিবার এলাকার সীমার মধ্যে থাকে, সেই আদালতে, এই মর্ম্মের ডিক্রি প্রার্থনা করিতে পারিবেন যে, ঐ ডিক্রী হওয়ার পর ত্রিশ দিনের মধ্যে ঐ দলীল রেজিষ্টরী করিবার জন্যে নিয়মমতে উপস্থিত করা গেলে, সেই আফিসে তাহা রেজিষ্টরী করিবার আজ্ঞা হয়। তদ্রূপে যে দলীল উপস্থিত করা যায়, ৭৫ ধারার দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকরণের উল্লিখিত বিধানের শব্দ প্রয়োজনমতে মতান্তর করিলে, সেই সেই বিধান ঐ দলীলের প্রতি খাটিবে ও এই আইনের ভাবান্তরের কথা থাকিলেও সেই দলীল ঐ মোকদ্দমায় প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারিবে।

# ত্রয়োদশ ভাগ।

## রেজিষ্টরী ও অনুসন্ধান ও প্রতিলিপি করিবার ফীর বিধি।

### স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ফীঃ অবধারিত হইবার কথা।

৭৮ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের সম্মতি অপেক্ষায় পশ্চাৎ লিখিত কার্য্যের ফীঃ নিরূপণ করিয়া ফর্দ্দ প্রস্তুত করিবেন, বিশেষতঃ—

দলীল রেজিষ্টরী করিবার,

রেজিষ্টরী বহিতে অন্বেষণ করিবার, রেজিষ্টরী করণ সময়ে কি তৎপূর্ব্বে কি পরে হেতুর কি লিখিত কথার কি দলীলের প্রতিলিপি প্রস্তুত করিবার কি দিবার।

এবং নিম্নলিখিত কার্য্যের অন্য বা উপরি ফীর ফর্দ্দ প্রস্তুত করিবেন, বিশেষতঃ—

৩০ ধারামতে রেজিষ্টরী করিবার,

আমীন পাঠাইবার,

অনুবাদ অর্পণ করিবার,

কোন ব্যক্তির নিজ বাসস্থানে যাইবার,

দলীল নিরাপদে রক্ষা করিবার ও ফিরিয়া দিবার ফীঃ।

এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এই আইনের কার্য্য সফল করণার্থে অন্য যে যে বিষয় আবশ্যক জ্ঞান করেন, তাহার ফীঃ নিরূপণ করিবেন।

### ফীঃ পরিবর্ত্তনের কথা।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বোক্ত সম্মতির অপেক্ষায় সময়ে সময়ে সেই ফর্দ্দ পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

### ফীঃ প্রচার করিবার কথা।

৭৯ ধারা। তদ্রূপে যে ফীঃ দিতে হইবে, তাহার ফর্দ্দ রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে এবং ইংলণ্ডীয় ও জিলার প্রচলিত ভাষায় ঐ ফর্দ্দের এক এক খান ঐ প্রত্যেক রেজিষ্টরী আফিসে সাধারণের দৃষ্টির জন্যে থাকিবে।

### দলীল উপস্থিত করণ সময়ে ফীঃ দিবার কথা।

৮০ ধারা। এই আইনমতে দলীল রেজিষ্টরী করিবার জন্যে যে ফীঃ লাগে, তাহা দলীল উপস্থিত করণ কালেই দিতে হইবে।

---

# চতুর্দ্দশ ভাগ।

## দণ্ডের বিধি।

### হানিকরণাভিপ্রায়ে অশুদ্ধরূপে দলীলের প্রতিলিপি কি পৃষ্ঠলিপি কি অনুবাদ কি রেজিষ্টরী করিবার দণ্ডের কথা।

৮১ ধারা। এই আইনমতে নিযুক্ত যে যে রেজিষ্টরী কার্য্যকারকের প্রতি, ও এই আইনের কার্য্যপক্ষে তাঁহার কার্য্যালয়ে নিযুক্ত যে যে ব্যক্তির প্রতি এই আইনের বিধানমতে আনীত কি গচ্ছিত কোন দলীলের পৃষ্ঠলিপি কি প্রতিলিপি কি অনুবাদ কি রেজিষ্টরী করণের ভার অর্পিত হয়, ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনে হানি শব্দের যে অর্থ করা গিয়াছে, তিনি তদনুসারে অন্য ব্যক্তির হানিকরণের কল্পনায় কি হইবার সম্ভাবনা জানিয়া যাহা অশুদ্ধ বলিয়া জানেন, কি

বোধ করেন, এমন অশুদ্ধরূপে ঐ পৃষ্ঠলিপি কি প্রতিলিপি কি অনুবাদ কি রেজিষ্টরী কার্য্য করিলে তাঁহার সাত বৎসরের অনধিক কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড উভয় দণ্ড হইবে।

অন্য অন্য অপরাধের দণ্ডের কথা।

৮২ ধরা। কোন ব্যক্তি নিম্নলিখিত কোন অপরাধ করিলে তাহার সাত বৎসরের অনধিক কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা ঐ দুই দণ্ড হইতে পারিবে।

রেজিষ্টরী কার্য্যকারকের সম্মুখে মিথ্যা উক্তি করিবার দণ্ডের কথা।

(ক) কোন কার্য্যকারক এই আইনমতে কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন এমত সময়ে এই আইনমত আনুষ্ঠানিক কিম্বা অনুসন্ধান কার্য্যে কোন ব্যক্তি শপথ করিয়া বা না করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন মিথ্যা বর্ণনা করিলে, তাহা লিপিবদ্ধ হউক বা নাই হউক, সেই মিথ্যা বর্ণনা করণাপরাধ।

অযথার্থ প্রতিলিপি কি অনুবাদ অর্পণ করিবার দণ্ডের কথা।

(খ) ১৯ কি ২১ ধারামত আনুষ্ঠানিক কার্য্যে কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন রেজিষ্টরী কার্য্যকারককে কোন দলীলের অযথার্থ প্রতিলিপি কি অনুবাদ কিম্বা ম্যাপের কি নক্সার অযথার্থ প্রতিলিপি দিলে সেই অপরাধ।

আপনাকে অন্য ব্যক্তি বলিয়া পরিচয় দেওনের দণ্ডের কথা।

(গ) আপনাকে অন্য ব্যক্তি বলিয়া আপনারি পরিচয় দিয়া সেই কাল্পনিকভাবে কোন দলীল উপস্থিত করিলে কিম্বা কোন কথা স্বীকার করিলে কিম্বা বর্ণনা করিলে, কিম্বা কোন সমন বাহির করাইলে কি আমীন প্রেরণ করাইলে, কিম্বা এই আইনঅনুযায়ী অনুষ্ঠানিক কি অনুসন্ধানের কোন কার্য্যে অন্য কর্ম্ম করিলে সেই অপরাধ।

এই আইনের নির্দ্দিষ্ট অপরাধের সহায়তা করিবার দণ্ডের কথা।

(ঘ) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনমতে সহায়তা শব্দের যে অর্থ করা গিয়াছে, কোন ব্যক্তি সেই অর্থানুসারে এই আইনক্রমে দণ্ডনীয় কোন কার্য্যের সহায়তা করিলে, সেই অপরাধ।

রেজিষ্টরী কার্য্যকারক কর্ত্তৃক অভিযোগ উপস্থিত হইতে পারিবার কথা।

৮৩ ধারা। রেজিষ্টরী কার্য্যকারক স্বীয় পদের কর্ম্ম সম্পাদনকালে এই আইনের নির্দ্দিষ্ট কোন অপরাধ অবগত হইলে, যে দেশের কি ডিষ্ট্রীক্টের কি সব-ডিষ্ট্রীক্টের মধ্যে সেই অপরাধ হইয়া থাকে, সেই দেশাদির ইন্‌স্পেক্টর জেনেরল সাহেবের কিম্বা বিষয় বিশেষে সিন্ধুর ব্রাঞ্চ ইন্‌স্পেক্টর জেনেরল সাহেবের কিম্বা রেজিষ্টার কি সব-রেজিষ্টারের দ্বারা অথবা তাহার অনুমতিক্রমে ঐ অপরাধের অভিযোগ উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

এই আইনমতে যে সকল অপরাধের দণ্ড হইতে পারে, অধস্থ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের যাদৃশ ক্ষমতা থাকে, তাহার অনূন ক্ষমতাপন্ন কার্য্যকারী কোন আদালতের বা কার্য্যকারকের দ্বারা সেই অপরাধের বিচার হইতে পারিবে।

পরন্তু যৎকালে যে আইন প্রচলিত থাকে, তৎকালীন সেই আইনমতে উক্ত আদালতের বা কার্য্যকারকের যতদূর ক্ষমতা থাকে, এই আইনমতে দণ্ড ধার্য্য করণে তিনি সেই ক্ষমতার অতিরিক্ত কার্য্য করিবেন না।

রাজধানীর সীমার বহির্ভূত স্থানে অপরাধ করা গেলে, এই আইনমতে যে সকল অর্থদণ্ড ধার্য্য হয়, তাহা ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনের নির্দ্দিষ্ট মতে আদায় হইতে পারিবে। ঐ সীমার অন্তর্গত স্থানে ঐ অপরাধ করা গেলে ঐ নগরের পোলীসের কার্য্যবিধায়ক যে আইন যে সময়ে প্রচলিত থাকে, তাহার নির্দ্দিষ্টমতে ঐ দণ্ড আদায় হইতে পারিবে।

রেজিষ্টরী কার্য্যকারকদিগকে রাজকীয় কার্য্যকারক জ্ঞান হইবার কথা।

৮৪ ধারা। এই আইনমতে যে যে রেজিষ্টরী কার্য্যকারক নিযুক্ত হন, তাঁহারা ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের তদনুযায়ী রাজকীয় কার্য্যকারক বলিয়া জ্ঞান হইবে।

উক্ত রেজিষ্টরী কার্য্যকারক কোন ব্যক্তিকে আজ্ঞা করিলে সেই ব্যক্তি আইনমতে তাঁহাকে কোন কথার সন্ধান জানাইতে আবদ্ধ হইবে। এবং ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ২২৮ ধারাতে মোকদ্দমার কার্য্য যে শব্দ আছে, তাহার মধ্যে এই আইন অনুযায়ী আনুষ্ঠানিক কার্য্য করিতে হইবে।

ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানবিষয়ক আইনের ৪৩১ ও ৪৩৬ ধারার অর্থানুসারে রেজিষ্টারকে আদালত বলিয়া জ্ঞান হইবে, সব-রেজিষ্টারকে নয়।

---

## পঞ্চদশ ভাগ।

### বিবিধ বিধি।

যে দলীলের দাওয়া না হয় তাহা নষ্ট করিবার কথা।

৮৫ ধারা। উইল ভিন্ন কোন দলীল রেজিষ্টরী কার্য্যালয়ে দুই বৎসরের অধিককাল থাকিলেও যদি কেহ তাহার দাওয়া না করে তবে নষ্ট করা যাইতে পারিবে।

রেজিষ্টরী কার্য্যকারক স্বীয় পদোপলক্ষে সরলভাবে যে কার্য্য করেন, কি করিতে অস্বীকার করেন, তজ্জন্যে দায়ী না হইবার কথা।

৮৬ ধারা। রেজিষ্টরী কার্য্যকারক স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে সরলভাবে যে কার্য্য করেন, কি করিতে অস্বীকার করেন, তদ্ধেতুক তাহার নামে মোকদ্দমা কি দাওয়া কি দাবী হইতে পারিবে না।

রেজিষ্টরী কার্য্যকারকের নিয়োগ কি কার্য্যপ্রণালীতে ত্রুটি হইলেও তাহার কৃতকার্য্য অসিদ্ধ না হইবার কথা।

৮৭ ধারা। কোন রেজিষ্টরী কার্য্যকারক এই আইন অনুসারে কিম্বা এই আইন দ্বারা রতি করা কোন আইন অনুসারে সরলভাবে যে কর্ম্ম করেন, তাহার নিযুক্ত হওনের কি কার্য্য প্রণালীর ত্রুটি হইয়াছে, এই মাত্র কারণে তাহার সেই কর্ম্ম অসিদ্ধ জ্ঞান হইবে না।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকারকদিগের কি কি রাজকীয় কোন কোন কার্য্যকারকদিগের সম্পাদিত লিপি রেজিষ্টরী করিবার কথা।

৮৮ ধারা। গবর্ণমেণ্টের কোন কার্য্যকারক কিম্বা বঙ্গদেশীয় কি মান্দ্রাজ কি বোম্বাইয়ের আড্‌মিনিষ্ট্রেটর জেনেরল সাহেব কিম্বা রাজকীয় কোন ট্রষ্টী রাজকীয় এসাইনী অথবা হাই-

কোর্টের সরিফ কি রিসিবর কি রেজিষ্টার আপনার রাজকীয় পদপোলক্ষে কোন লিপি সম্পাদন করিলে সেই লিপি রেজিষ্টর করণ সম্পর্কীয় কোন কার্য্যসম্পাদনকালে, এই আইনে তাবান্তরের বিধান থাকিলেও তাঁহার স্বয়ং কি মোক্তারের দ্বারা কোন রেজিষ্টরী আফিসে উপস্থিত হইবার কিম্বা ৫৮ ধারার লিখিতমতে স্বাক্ষর করিবার আবশ্যক হইবে না।

কিন্তু কোন লিপি তদ্রূপে সম্পাদিত হইলে, তাহা রেজিষ্টরী করিবার জন্যে যে রেজিষ্টরী কার্য্যকারকের নিকট আনা যায়, তিনি উপযুক্ত বোধ করিলে তদ্বিষয়ের সন্ধান প্রার্থনার্থে সেক্রেটারীকে কিম্বা বিষয়বিশেষে গবর্ণমেণ্টের ঐ কার্য্যকারককে কি আডমিনিষ্ট্রেটর জেনেরলকে কিম্বা রাজকীয় এসাইনি কি সরিফকে কি রিসিবরকে কি রেজিষ্টারকে তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন এবং তাহা সম্পাদন হইয়াছে, হৃদ্বোধমতে জ্ঞাত হইলে ঐ লিপি রেজিষ্টরী করিবেন।

ভূমির উৎকর্ষ সাধন বিষয়ক ১৮৭১ সালের আইনমত সার্টিফিকেট বিষয়ক কথা।

৮৯ ধারা। যে কার্য্যকারক ভূমির উৎকর্ষ সাধন বিষয়ক ১৮৭১ সালের আইন মতে সার্টিফিকেট দেন, উৎকর্ষ সাধনীয় ভূমি কি তাহার কোন অংশ কিম্বা যে ভূমি প্রতিপোষক জামিন স্বরূপ দেওয়া যাইবে, তাহার কোন অংশ যে রেজিষ্টরী কার্য্যকারকের এলাকার সীমার মধ্যে থাকে, তাহার নিকট ঐ কার্য্যকারক সার্টিফিকেটের নকল পাঠাইবেন, ও সেই রেজিষ্টরী কার্য্যকারক আপনার ১ নং বহিতে ঐ নকল অর্পণ করিবেন।

যে আদালত দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৩১৬ ধারামতে সার্টিফিকেট দেন, সার্টিফিকেটের অন্তর্গত যে সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি কি তাহার কোন অংশ যে রেজিষ্টরী কার্য্যকারকের সীমার মধ্যে থাকে তাঁহার নিকট ঐ আদালত উক্ত সার্টিফিকেটের নকল পাঠাইবেন ও সেই রেজিষ্টরী কার্য্যকারক আপনার ১ নং বহীতে ঐ নকল রাখিবেন।

কৃষকদিগকে ঋণ দান।

কৃষকদিগকে ঋণদান বিষয়ক ১৮৮৪ সালের আইনমতে যে কোন কার্য্যকারক ঋণ দেন, উক্ত ঋণ শোধের প্রতিভাব্য দিবার নিমিত্ত যে নিদর্শনপত্রক্রমে স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক দেওয়া যায় সেই নিদর্শনপত্রের প্রতিলিপি ও ঋণ দিবার আজ্ঞাপত্রে ঐরূপ উদ্দেশে কোন সম্পত্তি বন্ধক দেওয়া গেলে, উক্ত আজ্ঞাপত্রের প্রতিলিপি রেজিষ্টরী করণের যে কর্তৃপক্ষের ক্ষমতাধীন স্থানের মধ্যে সমস্ত বন্ধকী সম্পত্তি বা তাহার কোন অংশ থাকে, তাহার নিকট পাঠাইবেন; এবং উক্ত প্রতিলিপি বা স্থলবিশেষে প্রতিলিপিগুলি আপনার ১ নং বহিতে গাঁথিয়া রাখিবেন।

## এই আইনের বিধানের বহির্ভূত দলীলের বিধি।

গবর্ণমেণ্টের দ্বারা কি তৎপক্ষে সম্পাদিত কোন দলীল বহির্ভূত হইবার কথা।

৯০ ধারা। এই আইনের কিম্বা ১৮৭১ সালের ৮ আইনের কিম্বা সেই আইনক্রমে রহিত করা কোন আইনের কোন কথাক্রমে নিম্নলিখিত কোন দলীল কি ম্যাপ রেজিষ্টরী করিবার যে আজ্ঞা হইল, কিম্বা কোন সময়েই যে হইয়াছিল এমত জ্ঞান করিতে হইবে না।

(ক) কোন কার্য্যকারক ভূমির রাজস্বের বন্দোবস্ত করণ কিম্বা সেই বন্দোবস্ত সংশোধন

করণকার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে তাঁহার দত্ত কি প্রাপ্ত কি স্বাক্ষরিত যে দলীল ঐ বন্দোবস্তের কাগজ পত্রের একাংশ হয় সেই দলীল।

(খ) কোন কার্য্যকারক গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কোন ভূমি জরীপ করণ কার্য্যে কিম্বা তৎসংশোধনকার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে তাহার দত্ত কি প্রাপ্ত কি স্বাক্ষরিত যে দলীল ও ম্যাপ ঐ জরীপী কার্য্য সম্পর্কীয় কাগজপত্রের একাংশ হয় সেই দলীল।

(গ) পাটওয়ারিরা কি অন্য কার্য্যকারকেরা গ্রামসম্পর্কীয় কাগজপত্র প্রস্তুত করণের ভারপ্রাপ্ত হইলে তাঁহারা যৎকালে যে আইন প্রবল থাকে তদনুসারে বা নিয়মিত সময়ান্তরে রাজসংক্রান্ত কার্য্যালয়ে যে যে দলীল অর্পণ করেন সেই দলীল।

(ঘ) গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি কি ভূমিগত কোন সম্পর্ক প্রদান কি সমর্পণ করিবার ভাবাত্মক কি তৎপ্রমাণার্থ সনদ, ও ইনামপত্র ও অন্য অন্য দলীল।

(ঙ) বোম্বাইর ভূমির রাজস্ব বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইনের ৭৪ কিম্বা ৭৬ ধারামতে দলীলকারেরা দখল পরিত্যাগ করিবার কিম্বা ভূমির অধিকারীরা ভূমির হস্তান্তর হইবার যে নোটিস দেন সেই নোটিস।

কিন্তু ৪৮ ও ৪৯ ধারার তাৎপর্য্য লক্ষ্য করিয়া উক্ত সকল দলীল ও ম্যাপ এই আইনের বিধানানুসারে রেজিষ্টরী করা গেল বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে।

ঐ ঐ দলীলের সমালোচনার ও প্রতিলিপির কথা।

৯১ ধারা। (স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে এতৎপক্ষে যে বিধি করেন, এবং অগ্রিম যে ফী নির্দ্ধার্য্য করেন, কোন ব্যক্তি তদনুসারে কার্য্য করিয়া ৯০ ধারার (ক) (খ) (গ) ও (ঙ) প্রকরণের উল্লিখিত দলীলের কোন রেজিষ্টর দেখিতে চাহিলে দেখিতে পাইবেন, এবং উক্ত বিধিমতে কার্য্য করিয়া ঐ দলীলের প্রতিলিপি প্রার্থনা করিলে তাহাও তাঁহাকে দেওয়া যাইবে।

রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক কার্য্যের বিধি দৃঢ় করিবার কথা।

৯২। ব্রিটিশ বর্ম্মদেশে রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক যে সকল বিধি প্রবল হইয়া আসিতেছে, তাহা আইনের তুল্য বলবৎ ছিল বলিয়া জ্ঞান হইবে। এবং কোন কার্য্যকারক কি অন্য ব্যক্তি উক্ত বিধিমতে যে কোন কার্য্য করিয়া থাকেন, তদ্ধেতুক তাঁহার নামে কোন মোকদ্দমা কিম্বা অন্য অনুষ্ঠানিক কার্য্য হইতে পারিবে না।

---

সমাপ্ত।